NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পাশে অর্জুন, অনির্বাণ সর্বোপরি শুভেন্দুরা

ভোট পরবর্তী হিংসায় রণক্ষেত্র গোঘাট ও খানাকুল, গ্রেপ্তার ১২ ৬

কলকাতা ৯ জুন ২০২৪ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.6.2024, Vol.17, Issue No. 357 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

প্রয়াত রামোজি রাও, শোকপ্রকাশ মোদি-মমতার

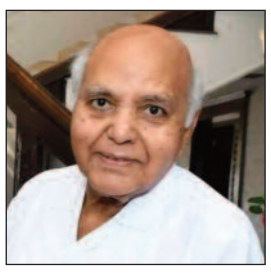

বেঙ্গালুরু, ৮ জুন: ভারতের অন্যতম 'মিডিয়া ব্যারন' তথা ইটিভি নেটওয়ার্ক এবং রামোজি ফিল্ম সিটির প্রধান রামোজি রাও প্রয়াত। শুক্রবার রাতে হায়দরাবাদে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। বয়স হয়েছিল ৮৭। উচ্চ রক্তচাপ এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে গত ৫ জুন রামোজিকে হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তার পর থেকে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। রামোজির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মহলের মানুষ। তেলুগু সংবাদমাধ্যম এবং বিনোদন জগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন অনেকে। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

চূড়ান্ত ভোগান্তির দ্বিতীয় দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারের পর শনিবার। শিয়ালদা মেন ও বনগাঁ শাখায় প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কাজের জন্য বিঘ্নিত হয় রেল চলাচল। চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হয় যাত্রীদের। গড়ে এক থেকে দেড় ঘণ্টা দেরিতে চলে ট্রেন। প্রচন্ড গরমে ঠাসাঠাসি বাদুড় ঝোলা ভিড়ে প্রাণ হাতে করে সফর করতে হচ্ছে এই শাখার যাত্রীদের। লোকাল ট্রেন তো বটেই রাজধানী-দুরন্তর মত প্রিমিয়াম এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীরাও হয়রানি থেকে মুক্তি পাননি। সকালে রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন। দুপুরে দুর্ভোগে পড়েন দুরন্ত এক্সপ্রেসের যাত্রীরা। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দেশের দু'-দু'টি প্রথম শ্রেণির সুপারফাস্ট ট্রেন এসে থমকে যায় দমদমে। তবে সকালে রাজধানী তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু দুরন্ত দুপুর ২টোর সময় দমদমে এসে দাঁড়ালেও সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত সেখান থেকে আর একটুও এগোয়নি। প্রায় ৪ ঘণ্টার এই অপেক্ষায় অধৈর্য যাত্রীদের অধিকাংশই তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ-স্যুটকেস নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে দমদম স্টেশনের দিকে রওনা হন।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

আজ শপথ মোদির সঙ্গে প্রথম সারির কয়েকজন মন্ত্রীও

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: তৃতীয় দফায় ফের ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। আজ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন নরেন্দ্র মোদি। তবে শুধু প্রধানমন্ত্রী একাই নন, সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে শপথ নেবেন প্রথম সারির কয়েকজন মন্ত্রীও। রবিবার তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। এ বার বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, তাই কেন্দ্রে গুরুত্ব পাচ্ছে শরিক দলগুলি। তাই নীতিশ কুমারের জেডিইউ, চন্দ্রবাবুর টিডিপির- সহ শরিক দলগুলির হাতে কার হাতে কোন মন্ত্রক থাকছে তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

সূত্রের খবর, রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শপথ নিতে পারেন প্রথম সারির কয়েকজন মন্ত্রীও। শপথ নিতে পারেন অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, নিতিন গডকরি, পীযূষ গোয়েল-সহ কয়েকজন সাংসদ তথা বিজেপির শীর্ষ নেতা। ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের তালিকায় থাকবেন টিডিপি এবং জেডিইউ- এর অন্তত একজন করে সাংসদ।

এবারে যেহেতু বিজেপি একা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পার করতে পারেনি, তাই সরকার গঠনের জন্য জোটসঙ্গীদের মুখাপেক্ষীই হয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। সুযোগ বুঝে শরিকরাও তাদের লম্বা দাবি-দাওয়ার লিস্ট ধরিয়েছেন। চন্দ্রবাবু নাইডুর দল টিডিপি একাধিক মন্ত্রকে নিজেদের প্রতিনিধির দাবি করেছে। প্রতিরক্ষা থেকে সড়ক-গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের দাবি করেছেন চন্দ্রবাবু। অন্যদিকে নীতীশ কুমারও দাবি করেছেন যে তাঁর বিহার সরকারকে যেন কোনওভাবে বিরক্ত না করা হয়। দুইজন পূর্ণমন্ত্রী এবং দুটি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর পদও চেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে রেল, গ্রামোন্নয়ন, জলশক্তি, পরিবহণ এবং কৃষি মন্ত্রক।

মন্ত্রিসভায় শরিকদলের দাবি মেটাতে শুক্রবার সন্ধ্যাতেও বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার বাড়িতে বৈঠকে বসেছিলেন রাজনাথ সিং এবং অমিত শাহ। শনিবার আরও এক দফা বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে টিডিপি এবং জেডিইউ থেকে কারা শপথ নেবেন, তা এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জানিয়েছেন চন্দ্রবাবু এবং নীতীশ।

নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: প্রধানমন্ত্রী পদে টানা তৃতীয়বার শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। এনডিএ জোটের তরফে ইতিমধ্যেই সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। সেই মতো আজ নয়াদিল্লিতে হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে যেমন উপস্থিত থাকবেন দেশের রাজনৈতিক মহলের প্রথম সারির ব্যক্তিত্বরা ঠিক তেমনই পাশাপাশি অন্য রাষ্ট্রের বেশ কয়েক জন নেতাও উপস্থিত থাকবেন। আর সেই কারণেই নিরাপত্তার ঘেরাটোপে চলে গিয়েছে রাজধানী দিল্লি। সূত্রে খবর, জি-২০ বৈঠকের সময় যে রকম বিধিনিষেধ জারি হয়েছিল রাজধানী দিল্লিতে ঠিক সেইরকমই এক ছবি ধরা পড়বে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে। রাষ্ট্রপতি ভবনেই হবে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। রবিবার এই অনুষ্ঠানের জন্য শনিবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। একাধিক স্তরীয় নিরাপত্তার আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশকর্মীরা ছাড়াও প্যারামিলিটারি ফোর্স, এনএসজি কম্যান্ডোরাও থাকবেন নিরপত্তার দায়িত্বে। এর পাশাপাশি স্নাইপার এবং ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে। যে সমস্ত অতিথিরা শপথের অনুষ্ঠানে আসবেন, তাঁদের নিরাপত্তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। হোটেল থেকে কে কোন রুটে আসবেন এবং বেরিয়ে যাবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে দিল্লি পুলিশের তরফ থেকেও। এর পাশাপাশি দিল্লিবাসীকেও এই কটা দিন মেনে চলতে হবে একাধিক বিধিনিষেধ। যেমন দিল্লির আকাশে এখন ড্রোন বা কোনও ধরনের ফ্লাইং অবজেক্ট ওড়ানো একেবারে নিষিদ্ধ। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে দিল্লি পুলিশ। আগামী কয়েক দিনে ট্রাফিক রুটেরও একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে। বেশ কিছু রাস্তা দিয়ে যান চলাচলে নিষেধ জারি হয়েছে, তো কোনও রুটের গাড়িকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়াও হচ্ছে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রচুর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। সব মিলে এনডিএ সরকারের শপথ গ্রহণ ঘিরে নিরাপত্তা আধিকারিকদের ব্যস্ততা চরমে।

নবনির্বাচিত সাংসদদের পথনির্দেশিকা মমতার

ঘোষণা করলেন নতুন সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গতবারের থেকে অনেকটাই শক্তি বাড়িয়ে সংসদে ফিরছে তৃণমূল। তাই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার পক্ষকে চেপে ধরতে প্রস্তুত ঘাসফুল শিবির। শনিবার দলের নবনির্বাচিত সাংসদদের সে বিষয়ে পথনির্দেশিকা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি বাতিলের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেস সংসদে সোচ্চার হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নবনির্বাচিত সাংসদরা ছাড়াও উপনির্বাচনে জয়ী দুই বিধায়ক ও রাজ্যসভার সাংসদরাও কালীঘাটের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেন, এরপরে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া মেটানোর জোরালো দাবি তোলা হবে। এইবার সংসদে বিরোধীদের শক্তি অনেক বেশি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংসদীয় দল হরিয়ানার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়ার দাবি জানানোর পাশাপাশি নির্বাচনের ফলাফলের দিন শেয়ার

বাজার নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্তের দাবিও তোলা হবে। নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিন চারটে আসনে তাদের জোর করে হারানো হয়েছে। বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লক এইবার সংসদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি জানিয়েছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ১৬১টি ও বিজেপি ১২১টি আসনে এগিয়ে থাকলেও এইবার সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ১৯২ ও বিজেপি ৯০টি আসনে এগিয়ে ছিল বলে তিনি জানান। যে কেন্দ্রগুলিতে দল পিছিয়ে রয়েছে এদিনের বৈঠকে তার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। জাতীয় স্তরে বিজেপির খারাপ ফলাফলের জন্যে তিনি নরেন্দ্র মোদির ইস্তফা দাবি করেন। পাশাপাশি, তিনি শনিবার সংসদের দুই কক্ষে দলের বিয়াল্লিশ জন সংসদের মধ্যে থেকে নতুন সংসদীয় কমিটিও ঘোষণা করেন। নিজেকে কমিটির চেয়ারপার্সন রেখে লোকসভায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলনেতা, কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে উপ দলনেতা ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্য সচেতক নির্বাচিত করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যসভায় ডেরেক ও'ব্রায়ানকে দলনেতা, সাগরিকা ঘোষকে উপ দলনেতা এবং নাদিমুল হককে মুখ্য সচেতক করার কথা ঘোষণা করেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা রাহুলই!

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: অষ্টাদশ লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হিসাবে রাহুল গান্ধিকে চাইলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। শনিবার দিল্লিতে দলের বর্ধিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ২০১৪ সালে ৪৪ এবং ২০১৯-এ ৫২টি আসনে জেতা কংগ্রেস এ বার লোকসভা নির্বাচনে ৯৯টি আসন জিতে 'প্রধান বিরোধী দল'-এর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছে। ফলে এক দশক পরে লোকসভায় ফিরতে চলেছে 'বিরোধী দলনেতা' পদ। কেরলের ওয়েনাড় এবং উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলী দু'টি আসন থেকেই সাড়ে তিন লক্ষের বেশি ব্যবধানে জয়ী রাহুলই এ ক্ষেত্রে দলের পছন্দ বলে জানিয়েছেন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল। শনিবার বিকেলে বৈঠকের পরে বেণুগোপাল জানান, রাহুল গান্ধি যাতে বিরোধী দলনেতার পদ গ্রহণ করেন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সে বিষয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তাঁর দাবি, বিষয়টি এখন রাহুল গান্ধির বিবেচনাধীন। কংগ্রেস সাংসদ তথা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কুমারী শেলজা বলেন, 'আমরা সকলেই একযোগে রাহুলজিকে বিরোধী দলনেতার পদ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছি।'

রেস্তরাঁর মালিককে নিগ্রহের ঘটনায় ক্ষমাপ্রার্থী বিধায়ক-অভিনেতা সোহম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমাপ্রার্থী সোহম। রেস্তরাঁ মালিককে নিগ্রহের ঘটনাকে অনভিপ্রেত বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি, জনপ্রতিনিধি হিসেবে এ ভাবে মেজাজ হারিয়ে কারও গায়ে হাত তোলা মোটেও উচিত হয়নি বলে স্বীকার করলেন তিনি। যদিও গোটা ঘটনার পিছনে প্ররোচনা তত্ত্বকেই খাড়া করতে চাইছেন তিনি।

শুক্রবার রাতে নিউটাউনের এক রেস্তরাঁর মালিককে নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে চণ্ডীপুরের তৃণমূলের বিধায়ক ও টলিউড অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। শনিবার দুপুরে ক্ষমা চেয়ে সোহম বলেন, 'আগে আমার ও আমার প্রযোজনা সংস্থার কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। অকথ্য গালিগালাজ করা হয়, কুকথা বলা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও। সেই সময়ে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। কিন্তু একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এমন কাজ করা উচিত হয়নি। আমার ভুল হয়েছে।'

শনিবার সোহম জানান, যে ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছেন ওই রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষ, তাতে শুধু তাঁর

মারমুখী চেহারাটাই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আসল ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে আধ ঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট আগে। বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর তরফে জানানো হয়েছে, ওই সন্ধ্যায় তাঁরা শুটিং করতে যাওয়ার সময় থেকেই কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল। পরে রেস্তরাঁর মালিক অভদ্র ব্যবহার শুরু করেন। তাঁর এবং তাঁর দেহরক্ষীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। এমনকি, দেহরক্ষীর গায়ে হাতও তোলা হয়। তার পর রেস্তরাঁর অন্য কর্মীদের ডেকে এনে শুরু হয় দুর্ব্যবহার। চলে অকথ্য গালিগালাজ।

সোহম বলেন, 'সেই সব ঘটনার ফুটেজ প্রকাশ্যে আসছে না। গোটা হার্ড ডিস্কটা নিয়েই চলে গিয়েছেন ওই রেস্তরাঁর মালিক। সেটা খুঁজে বার করা দরকার। তবে বিষয়টা প্রথমেই প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।' সোহমের দাবি, ওই রাতেই তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু থানা থেকে তাঁকে আশ্বস্ত করা হয় বলেই তিনি আর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি। সোহমের দাবি, পুলিশ আধিকারিকেরা বলেছিলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরে প্রয়োজন হলে লিখিত অভিযোগ নেওয়া হবে।

আজ ভারত-পাক মহারণ, বাদ সাধতে পারে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪ আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচ হতে চলেছে রবিবার। ভারতের মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচে কড়া নিরাপত্তার মোড়ক না থাকলে চলে না। তার ওপর আগে থেকেই রয়েছে জঙ্গি হামলার হুমকির খবর। এই ম্যাচে দুই দলের ক্রিকেটারদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে একেবারে কোমর বেঁধে নেমেছে মার্কিন মুলুকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্তারা। আবার অন্যদিকে রয়েছে বৃষ্টির বড় আশঙ্কাও। ফলে ম্যাচ ভেস্তে যেতে পারে কি না তা নিয়েও চলছে জোর জল্পনা। রবিবার ভারতীয় সময়ে সন্ধ্যে ৮টায় নিউইয়র্কের কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময়ে ম্যাচটি হবে সকাল সাড়ে দশটায়। এদিকে অ্যাকুওয়েদার জানাচ্ছে, রবিবার গোটা দিনই নিউইয়র্কে বৃষ্টির সম্ভাবনা। স্থানীয় সময়ে সকালে ১১টা নাগাদ ৫১ শতাংশ

বৃষ্টিপাত হতে পারে। অর্থাৎ খেলা শুরুর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি নামতে পারে। বিকেল ৪টে পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা প্রায় ৪৫-৫০ শতাংশ রয়েছে। এরপর বৃষ্টির পরিমাণ কমে ৩০ শতাংশে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ম্যাচের জন্য একটি অতিরিক্ত দিন রাখা হয়নি। তবে প্রয়োজনে সম্ভাব্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হতে পারে। তবে এটাও অসম্ভব যে, খেলোয়াড় এবং আম্পায়াররা বৃষ্টি কমার জন্য সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। সেক্ষেত্রে পূর্বাভাস যদি সঠিক হয়, তবে ম্যাচটি ভেস্তে যাওয়ার একটি বড় সম্ভাবনা রয়েছে। এই ম্যাচটি যদি কোনও ভাবে বৃষ্টিতে ভেসে যায়, তবে পাকিস্তান কিন্তু চাপে পড়বে। পাক ব্রিগেডের এই ম্যাচ এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে টি-২০ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচটি আমেরিকার কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাবর-আজমরা হেরে যাওয়ার পর, পাকিস্তানের সুপার আট পর্বে ওঠার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই ম্যাচ জিততে হবে। কারণ কানাডা এবং আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলেও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে পাঁচ। এদিকে ভারত যদি কানাডা এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচগুলি জিতে যায়, তবে তারা পরের রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করবে। আর তাই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের জন্য শুধুমাত্র একটি জায়গা বাকি থাকবে।

এই মুহূর্তে আমেরিকার হাতে ৪ পয়েন্ট। এরপর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে জিতলে পয়েন্ট হবে ৬। সেক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সুপার আটের জন্য আমেরিকা তাদের জায়গা নিশ্চিত করবে। তবে প্রকৃতি বিরূপ হবে না মনে করে নিয়েই আশায় ম্যাচ আয়োজক দেশ। সঙ্গে এটাও ঠিক এই মুহূর্তে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের থেকেও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান এই মহারণ।

‘ননহে ফরিস্তে’ অভিযানে গুরুত্ব দিয়ে তিন শিশু উদ্ধার পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেলের আরপিএফ অধিকারিকদের ‘অপারেশন ননহে ফরিস্তে’ নামের বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে এক নাবালিকাকে উদ্ধার কড়া সম্ভব হয়। রেল সূত্রে জানান হয়েছে বুধবার ৫ তারিখ বর্ধমান স্টেশন থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে আরপিএফ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়া আরপিএফের আধিকারিকরা খুশি কুমারী (১৬) বর্ধমান স্টেশন থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ওই নাবালিকা তার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিল। এরপর তাকে উদ্ধার করে হাওড়া চাইল্ড হেল্প লাইন কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

একইভাবে মহম্মদ নিজাম (১২) কে শিয়ালদহ স্টেশনের ৬ নম্বর প্লাটফর্মে উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় ঘুরতে দেখে আরপিএফের আধিকারিকরা তাকে উদ্ধার করে শিয়ালদহ চাইল্ড হেল্প লাইনে হস্তান্তর করে।

পাশাপাশি ভাগলপুর স্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ আধিকারিকরা জুলি কুমারী (১০) কে ১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে উদ্ধার করে ভাগলপুর চাইল্ড হেল্প লাইন কেন্দ্রের হাতে তুলে দেয়।

সঠিক সময়ে খবর পেয়ে শুধুমাত্র এই তিন শিশুদের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করেনি বরং সতর্ক এবং দায়িত্বশীল রেল নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্বকে আরও জোরদার করেছে।

‘শিবপুর সবচেয়ে বেশি লিড দিলেও, ন্যূনতম সৌজন্যতা দেখাননি প্রসূন’

ক্ষুব্ধ মনোজ, তৃণমূলে আড়াআড়ি বিভাজন হাওড়ায়

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

ভোটের ফলাফলের নিরিখে এবারেও হাওড়া সদর কেন্দ্রে লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে একাধিক ক্ষোভ ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। তবে নির্বাচনের ফলাফলে সেই ক্ষোভ-বিক্ষোভকে পাশে রেখে গতবারের চেয়েও বেশি ভোটে জয়ী হন প্রসূন। আর ফলাফলের চারদিন পর প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এক ভিডিওতে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। ভিডিওতে মনোজ সরাসরি প্রসূনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, ‘প্রসূনদা আপনি হয়তো ভুলে গেছেন যারা আপনাকে চাইছিলেন না, এই বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে এত কথা হল আপনার, আর আজ আট তারিখ হতে চলেছে প্রসূনদা আপনি ফোন বন্ধ রেখেছেন। আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। ২০১৯ সালে আমরা এমপি ইলেকশনে পেয়েছিলাম ৮০০০ ভোটের লিড। সেটা ২০২৪ সালে শিবপুর থেকে আমরা ১৪ হাজার ভোটে এগিয়েছি।’

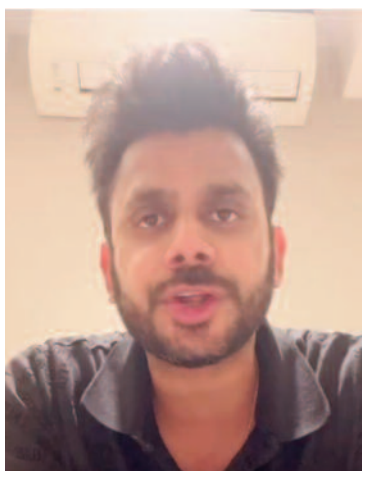

মনোজ আরও বলেন, ‘আমরা এটাও জানি আমাদের দলের কিছু লোকেরা কিন্তু পেছনে লেগে সাবোটাজ করছে। বিজেপির ক্যাম্পেনিং করেছে, বিজেপিকে ভোট করতে বলে বলা হয়েছে, বিভিন্ন রকমের চক্রান্ত করা হয়েছে। তারা চেয়েছিল কি প্রসূনদা যেন না যেতে। শিবপুর থেকে মনোজ তিওয়ারি নেতৃত্ব দিচ্ছে বলেও অপপ্রচার হয়েছে।’

পাশাপাশি মনোজ নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আপনার পক্ষ থেকে কেউ আমায় ফোন করে বা আমাদের কর্মীদের ফোন করে ধন্যবাদ বা অভিনন্দনটুকু জানাননি। অথচ যাঁরা আপনার বিরোধিতা করেছে, শিবপুরের বিধায়কের বিরোধিতা করে যাচ্ছে, তাঁদের কাছ থেকে আপনি সংবর্ধনা নিচ্ছেন। গলা মিলিয়ে ছবি তুলছেন। ফুলমালা পড়ছেন। এটা কিন্তু ঠিক হয়নি। আমি শুধু নিজের জন্যই বলছি না, প্রত্যেকটা কর্মীর হয়ে বলছি। তাই আপনাকে আর ততটা সম্মান করতে পারব না।’

যদিও এই বিষয়ে সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে ‘নো কমেন্টস’ বলে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যান।

হাওড়া জেলায় তৃণমূলের আদি নব্যের লড়াই এই প্রথম নয়। এর আগেও বহুবার এমন ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। মনোজের বার্তা নিয়ে এখন আড়াআড়ি বিভক্ত তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। এবারের লড়াইটা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খুব সহজ ছিল না। এবারের নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে প্রথম থেকেই দলে বিরোধিতার আমেজ তৈরি হয়েছিল। প্রথমদিকে অনেক কর্মীই তাঁর হয়ে প্রচার করতে নামেননি। পরে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল তৃণমূলের সেকেণ্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একাধিক রোড শো করতে দেখা যায় তাঁদের।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

NOTICE
It is informed to all concern that my client Arbind Kr. Prasad intends to purchase the H.M.C. premises 197, Panchanantala Road, P.S.+District Howrah. If anybody having any legitimate objection/claim in regard to this transfer then pl. contact with me within 10 days from this day with valid document in support thereof otherwise transfer will be completed according to law.No claim/objection shall be entertained in future being treated the same to have abandoned.
Soumen Manna Advocate.
3 Deb Nath Banerjee Lane
P.O.+ P.S.+ Dist. Howrah 711101
Ph-9830311270

বাম আমলের ঋণ শোধের পাকাপাকি ব্যবস্থা নিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাম আমলের ঋণের বোঝা থেকে রাজ্যকে পাকাপাকি মুক্ত করতে উদ্যোগী হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। দীর্ঘদিনের ওই ঋণ চুকিয়ে বাংলাকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মাফিক একটি পৃথক তহবিল গঠন করা হয়েছে। ‘কনসোলিডেটেড সিঙ্কিং ফান্ড’ নামক এই তহবিলের অর্থ শুধুমাত্র দেনা পরিশোধের জন্যই ব্যবহার করা হবে বলে অর্থ দফতর জানিয়েছে। অন্য কোন খাতে এই তহবিলের অর্থ খরচ করা যাবে না বলেও রাজ্যের অর্থসচিব মনোজ পন্থের জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

এই তহবিলে অর্থ যোগানোর জন্য প্রতি বছর রাজ্য বাজেট থেকে একটি নির্দিষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হবে। সরকারি সম্পত্তি বেচে যে টাকা উঠবে, তা-ও এই তহবিলে জমা পড়বে। যে কোনও সরকারি টেন্ডারে অংশ নিতে গেলে প্রত্যেক ঠিকাদারকে সিকিউরিটি ডিপোজিট

বা আর্নেস্ট মানি জমা করতে হয়।

অধিকাংশ সরকারি সংস্থা সময়ের মধ্যে সেই টাকা ফেরত দেয় না।বছরের পর বছর ট্রেজারিতে পড়ে থাকে। আবার আদালত থেকে জামিন নিতে গেলেও বন্ড জমা দিতে হয়। সেই টাকাটাও সরকারি কোষাগারে জমা থাকে। যদিও বাজেটে তার কোনও হিসেব দেখানো হয় না। সেই টাকা খরচের উপরেও সেই অর্থে নজরদারি থাকে না। সরকারের সিদ্ধান্ত, এখন থেকে এই সব টাকা জমা থাকবে নতুন তহবিলে। এ জন্য নতুন একটি অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে।

পাশাপাশি এই তহবিলের আয়তন বাড়াতে এখানে জমা থাকা অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বন্ড সিকিউরিটি ও শেয়ারে বিনিয়োগ করারও সংস্থান রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য যাতে তাদের ঋণ শোধ করতে পারে সেজন্য দ্বাদশ অর্থ কমিশন এই বিশেষ তহবিল গড়ার পরামর্শ দিয়েছিল সেই মোতাবেক এই তহবিল গঠন করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

কলকাতার বন্দরে রক্ষণাবেক্ষণে ‘আদানি’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদানি গোষ্ঠী কলকাতার শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের নেতাজি সুভাষ ডকে কন্টেনার পরিষেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বরাত পেয়েছে। একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কলকাতা বন্দরে কন্টেনার পরিষেবার দায়িত্ব পাওয়ার জন্য বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা হয়েছিল। আর আদানি গোষ্ঠী যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা গৃহীত হয়েছে। পাঁচ বছরের জন্য কন্টেনার পরিষেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছে। লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স পাওয়ার সাত মাসের মধ্যে মালপত্র নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম বসিয়ে ফেলতে হবে। ওই বিবৃতিতে আদানি গোষ্ঠীর তরফে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে যে কলকাতা বন্দরের নেতাজি সুভাষ ডকে কন্টেনারে পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ায় টার্মিনাল এবং অন্যান্য বন্দরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ভালো হবে। বিশেষত ভিজিনজাম এবং কলম্বোয় ট্রান্সশিপমেন্ট হাবের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতও করা যাবে। যা চলতি বছরের মধ্যে চালু করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।আদানি পোর্টস অ্যান্ড

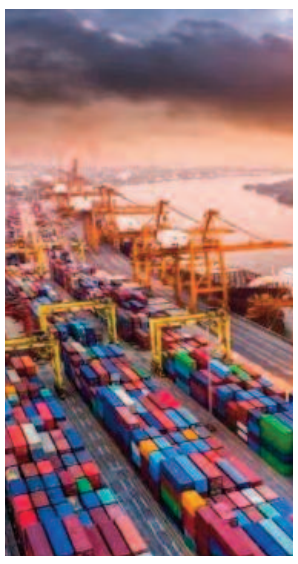

স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেডের হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও অশ্বিনী গুপ্তা জানিয়েছেন, দু’দশকের বেশি সময় ধরে ভারত এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন কন্টেনার টার্মিনালে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা আছে, সেটা কলকাতায় কাজে লাগানো হবে। ফলে লাভবান হবেন আদানি গ্রুপের গ্রাহক এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই জুন , রবিবার। ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ, তৃতীয়া তিথি। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কাঁথি-তমলুক-বিষ্ণুপুরের ফলাফলে ক্ষুব্ধ তৃণমূল সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে এবার বাংলায় ২৯ টি আসনে জিতে শক্তিবৃদ্ধি করেছে তৃণমূল। তবে বেশ কয়েকটি আসনে হার হয়েছে। শুভেন্দু-গড় কাঁথি, তমলুকে তৃণমূলের জেতা উচিত ছিল বলে মনে করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের ফলপ্রকাশের পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই দুই আসনের পুনর্গণনার দাবিও জানিয়েছিলেন তিনি। শনিবার কালীঘাটে দলের জয়ী-পরাজিত প্রার্থী থেকে সংগঠনের নেতা, সকলকে নিয়ে বৈঠকের পরও আবারও একই কথা বলতে শোনা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পূর্ব মেদিনীপুরে ভোট লুট হয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি।

কাঁথি আসনটিতে তৃণমূল এগিয়ে ছিল শুরু দিকে। শেষপর্যন্ত বিজেপি প্রার্থী, অধিকারী পরিবারের সদস্য সৌমেন্দু অধিকারীর কাছে হার মানতে হয়েছে তৃণমূলের উত্তম বারিককে। তিনি দীর্ঘদিন এলাকায় দক্ষ সংগঠক এবং ভূমিপুত্র বলে পরিচিত। অন্যদিকে, তমলুক আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরও প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন তৃণমূলের যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। এই দুই আসনে বিজেপির জয়ের নেপথ্যে কারিগরী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘আরও ৩-৪টি আসন আমরা জিততে পারতাম। পূর্ব

মেদিনীপুরে আসন লুট হয়েছে। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, আইসিদের ভোটের আগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

একইসঙ্গে মমতার মুখে শোনা গেল বিষ্ণুপুরের কথাও। এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী ছিলেন সুজাতা মণ্ডল। কিন্তু প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে নামমাত্র ভোটের ব্যবধানে হারতে হয়েছে তাঁকে। সুজাতাকে নিয়ে দলনেত্রীর বক্তব্য, ‘অনেক জায়গায় মহিলা পরিচালিত দল আছে। কিন্তু আমাদের ৩৮ মহিলা। একজন হেরেছেন। তাঁকে জোর করে হারানো হয়েছে কমিশনের দয়ায়।’ এই কেন্দ্রগুলিতে সাংগঠনিক স্তরে আরও জোর দিতে হবে বলে বৈঠকে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

অফিস টাইমে দমদম এবং নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের মাঝে বিপত্তি। মেট্রো টানেলে হঠাৎ জল ঢুকে যায়। দুর্ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন বহু যাত্র। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন এনডিআরএফ এবং ডাব্লিউবিএফইএস টিমের আধিকারিকরা। উদ্ধার করা হয় যাত্রীদের।

প্রয়াত হাওড়ার সংবাদপত্র ডিলার কমল সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রয়াত হলেন বিভিন্ন সংবাদ পত্রের দীর্ঘকালের সঙ্গী কমল সিং। বেশ কম বয়সেই বিভিন্ন খবরের কাগজের ডিলার হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু। সেই যাত্রা থামল রবিবার দুপুরে মাত্র ৫২ বছর বয়সে। রেখে গেলেন তাঁর বাবা, ভাই সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের।

প্রয়াত কমলবাবুর পরিবার সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় কয়েকদিন আগে তাঁকে

ভর্তি করতে হয় টাটা মেডিক্যাল সেন্টারে। সেখান থেকে আর ঘরে ফেরা হল না তাঁর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ জুন ২০২৪ ২৫ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ রবিবার

‘ওল্ড ইজ গোল্ড’ আদি-নব্যর ফারাক টানলেন দিলীপ ঘোষ

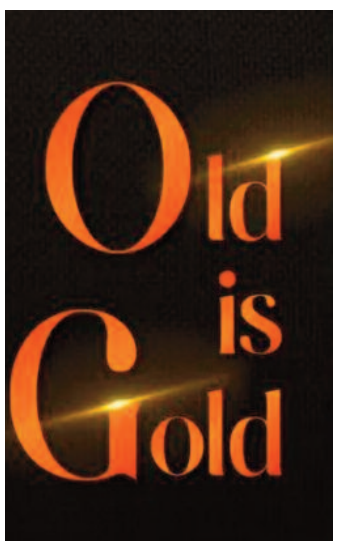

নিজস্ব প্রতিবেদন: হারের পর দলীয় নেতৃত্বকে নিশানা চালাচ্ছিলেনই। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হলেন দিলীপ ঘোষ। শনিবার সোশাল মিডিয়ায় তাঁর একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়েছে। মাত্র তিনটি শধ, ‘ওল্ড ইজ গোল্ড।’ পোস্টটি করেছেন তিনি। যা দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত, বিজেপির পুরনো দিন ও পুরনো কর্মীদের কথাই বলেছেন মনে করিয়েছেন তিনি। শুধু দিলীপ ঘোষ নন, বিজেপিকে নিশানা করেছেন তথাগত রায়ও। তাঁর দাবি, আরএসএসের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছিল দলের। তার ফলেই এই করুন পরিস্থিতি।

সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটে বাংলার মুখ থুবড়ে পরার পর থেকেই বঙ্গ বিজেপিতে বিদ্রোহের আগুন।

দিলীপের আমলে বঙ্গ বিজেপির ঝুলিতে ছিল ১৯টা আসন। আর শুভেন্দু সুকান্তের আমলে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১২টায়। এবারের লোকসভায় গেরুয়া শিবিরের আসন কমেছে সাতটি। হেরেছেন দিলীপ ঘোষ নিজেই। এরপর থেকেই দলের রাজ্যে নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন তিনি। ২৪ ঘণ্টা আগেই তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, দলের পুরনো কর্মীরা সম্পদ। তাঁদের গুরুত্ব দিতে হবে। একজনও পুরনো কর্মী যেন বাদ না পড়েন। তার পরই তাঁর এই পোস্ট।

এদিকে গেরুয়া শিবিরের আরেক পুরনো নেতা তথাগত রায়ও সরব হয়েছেন। তাঁর কথায় অনেক কারণেই বঙ্গে বিজেপি আসন খুইয়েছে। প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া ছিল। রাজ্যে বিজেপির সাংগাঠনিক দুর্বলতাও আর এক কারণ। আরএসএসের সঙ্গে দূরত্বও বেড়েছিল।

তাই আশানুরূপ ফল হয়নি। সবমিলিয়ে ভোটে ফল খারাপ হওয়ার পর থেকেই বঙ্গ বিজেপিতে বিদ্রোহের চোরাস্রোত বইছে। সকলেরই অভিযোগ এক, গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে জেরবার দল। তারই ফল মিলেছে ভোটবাক্সে। এখন দেখার কেন্দ্রের তরফে কী রায় আসে। চুল চেরা বিশ্লেষণ তো হচ্ছেই। দেখার বিষয় কীভাবে আদি নব্য সমস্যা মেটায় রাজ্যের গেরুয়া শিবির।

‘নির্বাচন পরবর্তী অশান্তি ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই’, সাফাই ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিটেছে সাত দফা লোকসভা ভোট। বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণই নির্বাচন হলেও, ভোটগণনা পর্ব মিটতেই জেলায় জেলায় অশান্তি, গোলমালের অভিযোগ। বাদ পড়েনি কলকাতাও। কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোলমালের অভিযোগ উঠে এসেছে। তবে ভোট পরবর্তী অশান্তি প্রসঙ্গে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম দাবি করলেন, ‘এগুলির সঙ্গে তৃণমূলের বা রাজনৈতিক সংঘাতের কোনও যোগ নেই।’

ফিরহাদের বক্তব্য, ‘যা হচ্ছে সেগুলি ব্যক্তিগত রাগের থেকে হচ্ছে। পুলিশকে বলব অ্যাকশন নিতে। তৃণমূল কংগ্রেস কোনওদিন কোনও অরাজকতায় বিশ্বাস করে না। কেউ কেউ আছে, যারা তৃণমূল জিতেছে বলে হঠাৎ তৃণমূল হয়ে গিয়েছে। আবার কারও উপর ব্যক্তিগত রাগ আছে, সেটা মেটাচ্ছে। আমরা এগুলি সমর্থন করি না। যাঁরা এসবের শিকার হচ্ছেন, তাঁরা অভিযোগ জানান, পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।’ এছাড়া ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে যে গোলমালের ঘটনা ঘটেছে, সেটিও ব্যক্তিগত রেষারেষি থেকেই ঘটেছে বলে দাবি করেন পুরমন্ত্রী। ফিরহাদের সাফ বক্তব্য, ‘তৃণমূল কংগ্রেস এর মধ্যে কোনওভাবেই জড়িত নয়।’

উল্লেখ্য, এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি ও গোলমালের অভিযোগ উঠে এসেছিল। এবার নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আদর্শ আচরণবিধি উঠে যাওয়ার পরও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। তবে ভোট পরবর্তী হিংসার আঁচ থেকে নিস্তার নেই বাংলার।

অমিত মালব্যের বিরুদ্ধে উঠল ‘কামিনী-কাঞ্চন যোগ’

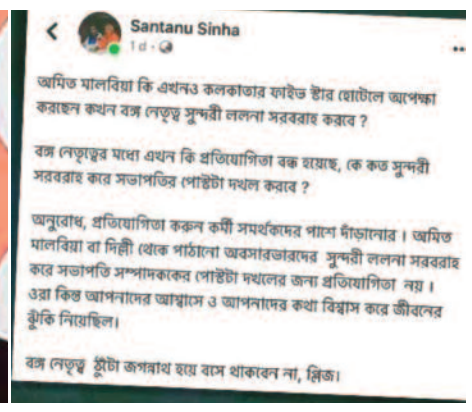

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশের বিধানসভা ভোটে বাংলায় বিজেপির ভরাডুবির পর ‘কামিনী-কাঞ্চন’ প্রসঙ্গ টেনে আনতে দেখা গিয়েছিল বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তথাগত রায়কে। তিন বছর পর চব্বিশের লোকসভা ভোটে বঙ্গে আসন কমায় অবার সামনে এল সেই অভিযোগ। এবার তোপ দাগলেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল সিনহার ভাই শান্তনু সিনহা। তাঁর নিশানায় বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। শান্তনুবাবুর বিস্ফোরক অভিযোগ, ‘অমিত মালব্যকে মহিলা জোগান দিয়ে পদ পেয়েছেন বাংলার একাধিক নেতা।’

শুক্রবার নিজের ফেসবুক ওয়ালে শান্তনু সিনহাকে লিখতে দেখা যায়, ‘অমিত মালব্য কী এখনও কলকাতার ফাইভ স্টার হোটেলে অপেক্ষা করছেন কখন বঙ্গ নেতৃত্ব সুন্দরী ললনা সরবরাহ করবে? বঙ্গ নেতৃত্বের মধ্যে এখন কী প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়েছে, কে কত সুন্দরী সরবরাহ করে সভাপতির পোস্টটা দখল করবে? আমার অনুরোধ, প্রতিযোগিতা করুন, কর্মী সমর্থকদের পাশে দাঁড়ানোর। অমিত মালব্য বা দিল্লী থেকে পাঠানো অবসারভারদের সুন্দরী ললনা সরবরাহ করে সভাপতি, সম্পাদককের পোস্টটা দখলের জন্য প্রতিযোগিতা নয়।’

একইসঙ্গে শান্তনু সিনহা বাংলায় ভরাডুবির দায় সংগঠনের নেতাদের উপরেই চাপিয়েছেন। একইসঙ্গে এও জানান, ‘তৃণমূল স্তরে প্রচার করতে ব্যর্থ দল। জন সংযোগেও ব্যর্থ। সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ। অমিত মালব্য নিজে যা চেয়েছেন সেটাই করেছেন। তৃণমূলস্তরের কর্মীদের কথা শোনেননি।’

একইসঙ্গে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কেও বিঁধেছেন শান্তনু, ‘এই হারের দায় বঙ্গে সাংগঠনিক নেতারা এড়াতে পারেন না।’ এরই রেশ ধরে তাঁর প্রশ্ন, ‘বিজেপির সদর দফতর মুরলীধর সেন স্ট্রিট থেকে সল্টলেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কেন তা নিয়েও।’ সঙ্গে এও জানান, সেখানে সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা ঢুকতে পারেন না। সর্বক্ষণ গেটে তালা ঝোলে। পাহারা থাকে। আর এখানেই শান্তনুবাবুর আরও বড় প্রশ্ন, ‘কেন এত ঢাক-ঢাক গুড় গুড়? কী কাজ হয় সেখানে?’

উল্লেখ্য, একুশের বিধানসভার পর মহিলা ও অর্থের বিনিময়ে টিকিট বিলি হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন তথাগত রায়। এবার সেই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি হল। শুধু দোষারোপ করে ক্ষান্ত হননি শান্তনু। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ বিজেপি কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি জানান তিনি। সঙ্গে বঙ্গ নেতৃত্বকে অনুরোধ, ‘বিজেপি কর্মীরা কিন্তু আপনাদের আশ্বাসে ও আপনাদের কথা বিশ্বাস করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবেন না, প্লিজ।’ একেই চব্বিশের লোকসভা ভোটে ভালো ফলাফল হয়নি বঙ্গ বিজেপির। কেন্দ্রীয় স্তরে যথেষ্ট চাপে বঙ্গ গেরুয়া শিবির এবণ নেতৃত্ব। তার উপর স্বভাবতই শান্তনু সিনহার প্রকাশ্যে দল বিরুদ্ধ পোস্ট যথেষ্ট বেকায়দায় ফেলেছে বিজেপি শিবিরকে।

হস্তচালিত সিগন্যালিং ব্যবস্থায় আস্থা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দূরপাল্লার ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্ভোগ থেকে নিস্তার নেই। এখনও বেশ কয়েকদিন ধরেই চলবে শিয়ালদা এক থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ। শুক্রবারের পর শনিবার ছবিটা আরও ভয়াবহ হল। বড়সড় রেল দুর্ঘটনার পর কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক স্বয়ংক্রিয় ট্রেনের গতিবিধির উপর অনেকটাই নির্ভর করে লোকাল ট্রেনগুলির সচলতা।

যাত্রীদের অভিযোগ, রেলের তরফে আগাম কাজ চলার কথা জানানো হলেও, বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শুক্রবারের পর

সিগন্যালিং ব্যবস্থার পরিবর্তে হস্তচালিত ব্যবস্থায় আস্থা রাখলেও তা আদতে গোদের উপর বিশ ফোঁড়ার কাজ করল। দুর্বিসহ ভ্যাপসা গরমের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছে দুরপাল্লার ট্রেন। শনিবার দুর্ভোগের শিকার হতে হল রাজধানী এবং দুরন্ত এক্সপ্রেসের যাত্রীদের। শিয়ালদা মেন এবং উত্তর শাখায় মোট ১৪টি প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে ট্রেনগুলি ছাড়ার পর মূল চারটি লাইনে গিয়ে মেশে। বৈদ্যুতিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা ছাড়া এই জটিল ব্যবস্থাকে সচল রাখা কার্যত অসম্ভব। রেল সূত্রে খবর, বাস্তবে তাই ঘটছে।

শনিবার সকালে বিধাননগর স্টেশন থেকে শিয়ালদা পৌঁছতে রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রায় চার ঘণ্টা সময় লেগেছে। আর এই দুরপাল্লার শনিবারও পথে বেরিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছে যাত্রী সাধারণকে। অনেককেই দমদম বা বিধাননগর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে লাইন ধরে হাঁটা দিতে দেখা গিয়েছে।

রেলের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। এই কাজের জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের এক থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে সিগন্যালিং ব্যবস্থা। পুরনো ওভারহেড তার বদলে নতুন তার লাগানো হচ্ছে। এখন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে লাল এবং সবুজ রঙের ঝান্ডা নাড়িয়েই ট্রেনগুলিকে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রেলের তরফে অশ্বাস দেওয়া হয়েছে খুব দ্রুত কাজ শেষ করার প্রয়াস চলছে।

তড়িদাহত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বন্ধে পদক্ষেপ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বর্ষার আগে সতর্ক কলকাতা পুরসভা। বর্ষার শহরে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যুর ঘটনার নজির অনেক। বেশিরভাগই ঘটেছে মূলত রাস্তার লাইট পোস্ট থেকে। এবার সেই দুর্ঘটনা এড়াতেই পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরসভা। আষাঢ়ের আগেই কলকাতার ৩ লক্ষ লাইটপোস্টে আর্থিং-এর কাজ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভার আলো বিভাগ। হঠাৎ কেন এই পদক্ষেপ সে প্রসঙ্গে পুরসভার আলো বিভাগের আধিকারিকরা জানান, লাইটপোস্টের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি, অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই ধাতব ল্যাম্প পোস্টে কয়েক হাজার ভোল্টের বাজ পড়লে বড়সড় দুর্ঘটনা হতে পারে। লাইটপোস্টে বাজ পড়লে বজ্রপাতের কিছুটা বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট লাইটপোস্টের পোলে থেকে যেতে পারে। যা থেকে তড়িদাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ লাইটপোস্টের আশপাশে চলাচলকারী ব্যক্তির জন্য বিপজ্জনক। উপায় একটাই। আর্থিংয়ের মাধ্যমের ওই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া।

একইসঙ্গে এটাও জানানো হয়েছে, ল্যাম্পপোস্টের থেকে আনুমানিক এক মিটার দূরে গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। প্রায় দশ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে মাটি বের করে দুইঞ্চি মোটা পাইপ সেখানে প্রবেশ করানো হচ্ছে। শেষমেশ ওই গর্ত চুন, কাঠকয়লা দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছে। তার আগে ওই পাইপের সঙ্গে ল্যাম্পপোস্টের সংযোগ করা হবে। এটা হলে ল্যাম্পপোস্টের ওপর বাজ পড়লেই তা মিশে যাবে মাটিতে।

পুরসভা সূত্রে খবর, গড়ে এক-একটি লাইটপোস্টে আর্থিং করতে ২ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। সেই অনুযায়ী ৩ লক্ষ লাইটপোস্ট আর্থিং করতে পুরসভার খরচ হবে ৬০ কোটি টাকা। যে সমস্ত লাইটপোস্টের আশপাশে মাটি কম। ইট কিংবা পেভার ব্লক রয়েছে। সেখানে আর্থিং করতে কিছুটা অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। এই মুহূর্তে শহরে ইলেকট্রিক পোস্ট রয়েছে তিন লক্ষ। পুর আধিকারিকের কথায়, ‘অনাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যুতের হাত থেকে লাইটপোস্টকে বাঁচাতে হলে তার ধাতুনির্মিত বহিরাবরণ থেকে বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎকে তারের সাহায্যে নিরাপদে মাটির তলায় পাঠাতেই হবে। আর্থিং করা থাকলে বাজ পড়ে লাইটপোস্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ঠেকানো যাবে।’

স্নাতকোত্তরে সুযোগ পেয়েও জটিলতা উচ্চশিক্ষায়, ক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাশ করেও এমডি-এমএস পড়ার সুযোগ কমে গেল পশ্চিমবঙ্গে। সরকারি হাসপাতালে কর্মরত অনেক এমবিবিএস পাশ করা বেশিরভাগ স্নাতকোত্তর এমডি-এমএস পড়তে চান। কিন্তু তার জন্য উত্তীর্ণ হতে হয় কঠিন নিট পিজি প্রবেশিকা পরীক্ষা। পাশ করলেই যে স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ মিলবে তার গ্যারান্টি নেই। গোটাটাই নির্ভর করে সরকার তাঁকে পড়ার জন্য ছাড়তে ইচ্ছুক কি না তার উপর। যাদের ছাড়পত্র দেওয়া হয় তাঁদের বলা হয় ট্রেনি রিজার্ভ বা টিআর।

এদিকে স্বাস্থ্যদফতরের তরফ থেকে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তাতে জানানো হয়েছে, এবছর ৩৩৩ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। অথচ, রাজ্যের প্রায় ৪০০ জনের বেশি চিকিৎসক এবার নিট পিজি পাশ করে স্নাতকোত্তর এমডি-এমএস পড়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যদফতরের নতুন এই বিজ্ঞপ্তিতে অনেকটাই সংকুচিত হল এমডি-এমএস পড়ার সুযোগ। সরকারি আদেশনামায় জানানো হয়েছে চলতি বছরে ৩৩৩ জন সরকারি চিকিৎসক এমডি-এমএস পড়ার সুযোগ পাবেন। সরকারের এমন নির্দেশে আলোচনা শুরু হয়েছে সরকারি চিকিৎসক মহলে।

চিকিৎসকদের অভিমত, একের পর এক সরকারি হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। প্রয়োজন হচ্ছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সরকারি পরিষেবাকে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কিন্তু স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসারের ঘাটতি গড়ে ৬০ শতাংশ। এদিকে গত কয়েক বছরের তুলনায় কম সরকারি চিকিৎসককে স্নাতকোত্তর পড়ার জন্য ছাড়ায় এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। যদিও এই যুক্তি মানতে নারাজ রাজ্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধির্কতা ডাঃ কৌস্তভ নায়েক। কৌস্তভবাবু জানান, ‘সার্ভিস রুলের নিয়ম অনুযায়ী, কর্মরত মোট যতজন চিকিৎসক

আছেন তাঁদের ১০ শতাংশ ট্রেনি রিজার্ভ পাওয়ার কথা। অন্যথায় সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক সংকট দেখা দেবে। হাসপাতালগুলিও চালাতে হবে। সেই হিসাব করেই টিআর দেওয়া হয়েছে।’ যদিও সরকারি চিকিৎসক সংগঠনগুলির দাবি, হেলথ সার্ভিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড পাবলিক হেলথ সার্ভিসে চলতি বছরে ৩ হাজার ৩৩০ জনের বেশি চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। সেই নিয়ম মানলে তো সবাইকেই ছাড়পত্র দেওয়া উচিত ছিল।

একদিকে, কঠিন পরীক্ষায় পাশ করেও স্নাতকোত্তর পড়তে না পারার আক্ষেপ ক্রমশ দানা বাঁধছে চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে। আগামী বছর যে তাঁরা ফের পরীক্ষা দিয়ে সুযোগ পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সজল বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে জানান, ‘গত কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে সুযোগ সঙ্কুচিত হচ্ছে। এবার তা আরও প্রকট হল।’ অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের তরফে ডা. মানস গুমটা বলেন, ‘কীসের ভিত্তিতে এই সংখ্যা নির্ধারিত হল তা জানা গেল না।’ এরই পাশাপাশি তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, সার্ভিস কোটা মানা না হলে সরকারি চাকরি করতে কেন আসবেন চিকিৎসকরা তা নিয়েও।

মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে তাপপ্রবাহ, একইসঙ্গে বজায় থাকবে অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বাতাসে বাড়ছে আপেক্ষিক আর্দ্রতাও। ফলে অস্বস্তি চরমে। স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণবঙ্গের মানুষের প্রশ্ন, কবে এই অস্বস্তিকর গরমের হাত থেকে মিলবে মুক্তি বা কবে প্রসন্ন হবেন বরুন দেবতা।

এদিনও আশার কথা শোনাতে পারল না আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, শনিবার থেকে মঙ্গলবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকতে পারে পশ্চিমের চার জেলায়। অন্যান্য জেলাগুলিতেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। একদিকে যখন দক্ষিণবঙ্গে কাঠ ফাটা রোদ, উল্টোদিকে উত্তরবঙ্গে হবে ভারী বৃষ্টিপাত। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শহরে গরমের পাশাপাশি অস্বস্তি বাড়াচ্ছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি বাড়বে পাল্লা দিয়ে। সকাল থেকেই আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে আরও দুই-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়বে।

শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি বেশি এবং শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৮৫ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৫৫ শতাংশ।

উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলাতে রয়েছে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবার পূর্বাভাস রয়েছে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, উত্তরে আগাম বর্ষা প্রবেশ করলেও দক্ষিণে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করতে এখনও দেরি রয়েছে। ৩১ মে উত্তরবঙ্গের একই জায়গায় অবস্থান করছে মৌসুমী অক্ষরেখা। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করতে পারে মৌসুমী বায়ু।

সম্পাদকীয়

ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিণতি কি হবে ভেবে, আতঙ্কে ভুগতে হয়

আশা ভোঁসলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি কবিগুরুর গান ঠিক মতো গাইতে পারবেন কি না। রাহুল দেব বর্মন এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া সহজ নয়। কিশোর কুমারের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবামের সমালোচনা পড়েছিলাম এক বিশেষ বাংলা পত্রিকায়। গানগুলো যে কিছুই হয়নি, এ-হেন মন্তব্য করে বিশিষ্ট এক সমালোচক তাঁর গায়নভঙ্গিকে বিদ্ধ করেছিলেন। অন্য দিকে, দেবব্রত বিশ্বাস না হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কে কতটা রবীন্দ্র অনুসারী, তা নিয়ে যেমন তর্কবিতর্ক চলত, তেমনই হেমন্তর রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়নভঙ্গিতে আধুনিক গানের অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে; এই মর্মে অনেক শ্রোতা হাহুতাশও করতেন। দেবব্রতর গানগুলির শুরুতে যন্ত্রের ব্যবহারও এককালে খুবই আলোচিত হত। সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালিমাত্রেই অবগত যে, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ যে ভাবে অনেক গায়ক-গায়িকাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করাতে উৎসাহিত করেছে, তার ফলে অনেক আধুনিক গানের গায়করা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন রাতারাতি। তখন থেকেই এক দল মুখর হয়ে ওঠেন, যে কোনও গায়ক-গায়িকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার বিরুদ্ধে। তখন থেকেই অনেক ধরনের শিল্পীর রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যেই পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের এক বার কাম রেস্তরাঁয় ‘বড় আশা করে এসেছি গো’ গানটি নাকি ক্যাবারে নাচের সঙ্গে গেয়ে জনৈক ব্যক্তি পুলিশের তাড়া খান। তখনও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বছর পার হয়নি। আছে কপিরাইট আইন। তার পর কপিরাইট আইন উঠে গেলে নতুন করে সরকার আর এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। এল অন্য রকমের এক খোলা হাওয়া। যিনি নিজের গান নিয়ে যে একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছেন, তাঁর সেই ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানানো কতটা প্রয়োজন, তা ভেবে কোনও কূল-কিনারা পাওয়া গেল না। ধর্মতলায় এক ভিড় ভর্তি ক্যাসেটের দোকানের সেলসম্যান ছোকরাকে মন্তব্য করতে শুনেছি; রবীন্দ্রনাথ লিখলেন লিখলেন, সুর দিতে গেলেন কেন? সত্যিই ভয়ঙ্কর। আজ এই ভয়ঙ্কর জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের ভয়মুক্ত করার জন্য সর্বতোভাবে অনুশীলন করা দরকার। না হলে আরও কয়েক বছর পর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভাবলেও ভীষণ আতঙ্ক হয়।

আনন্দকথা

মার মন্দিরে মার দুইপার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলা জ্বলিতেছে, ক্ষীণ আলোক। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতেছিল।

মাস্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘আজ আর কি গান হবে?’’ ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, ‘‘না, আজ আর গান হবে না।’’ এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন, ‘‘তবে এক কর্ম করো। আমি বলরামের বাড়ি কলিকাতায় যাব, তুমি যেও, সেখানে গানে হবে।’’

মাস্টার — যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি জান? বলরাম বসু?

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অমিশা প্যাটেল

১৯৪৯ *বিশিষ্ট পুলিশ আধিকারিক কিরণ বেদির জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অমিশা প্যাটেলের জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনম কাপুরের জন্মদিন।*

বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পাশে অর্জুন, অনির্বাণ সর্বোপরি শুভেন্দুরা

প্রদীপ মারিক

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা হার থেকে শিক্ষা নিয়ে কর্মীদের পাশেই আছেন এবং থাকবেন, কারণ তারা মনে করেন বিজেপির কর্মীদের হার হয় না, তারা সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতেই এসেছে। কারণ কর্মীরাই হ'ল ভারতীয় জনতা পার্টির হৃৎপিন্ড। তাদের পাশে থাকতেই হবে। বিভিন্ন ভাবে রাজ্যের আঞ্চলিক শাসক দলের হার্মাদ বাহিনী বিজেপি কর্মীদেরকে শুধু উত্যক্তই করছে না রীতিমত গায়েও হাত তুলতে কসুর করছে না। তাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা নয় ভয় পেয়ে সরে যাক না হলে রাজ্যের শাসক আঞ্চলিক দলে নাম লেখান। কিন্তু কর্মীরা তো তা হতে দেবেন না, ব্যারাকপুরের অর্জুন, যাদবপুরের অনির্বাণ থেকে শুভেন্দুরা এখন কর্মী সমর্থকদের পাশে। ব্যারাকপুরে বিজেপি সমর্থকরা আক্রান্ত হলেই ছুটে যাচ্ছে অর্জুন। কর্মীরা তো এটাই চান যে কোন মূল্যে নেতৃত্বরা যদি তাদের পাশে থাকে তারা ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে। এই লোকসভা নির্বাচনে জেতা হয় নি তো কি হয়েছে এখনো পৌরসভা, পঞ্চায়েত, বিধানসভার নির্বাচন বাকি আছে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে লোকসভা নির্বাচনে অনেক পৌরসভা, পঞ্চায়েতে আঞ্চলিক শাসক দল পর্যুদস্ত , এগিয়ে আছে বিজেপি। যাদবপুরের অনির্বাণ গাঙ্গুলি পরাজিত হয়েছেন কিন্তু তিনি কর্মীদের কে পরাজিত হতে দেন নি। গণনা কেন্দ্র থেকে তিনি নিজে সমস্ত কাউন্টিং এজেন্ট দের নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় গণনা চলাকালীন এক দল আঞ্চলিক শাসক দলের হার্মাদ বাহিনী বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর চড়াও হয়েছিল, তাতে কম বেশি সবাই আঘাত পেয়েছিল, অনির্বাণ প্রত্যেক কর্মীর বাড়ি গিয়ে তাদের কে সাহস দিয়েছেন। যাদবপুর মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল অকপটে বলতে পারেন, যে ভাবে গণনা কেন্দ্রের বাইরে আঞ্চলিক শাসক দলের হার্মাদ রা তাদের ওপর আক্রমণ করেছিল এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়েছিল তাতে বিজেপি কর্মীদের ব্যাপক আঘাত লাগে। তবু তিনি কর্মীদের ছেড়ে যান নি, এটাই তো একজন মহিলা নেত্রীর কাছ থেকেই কর্মীরা আশা করেন। মহুয়ার এই আকুতভয় মানসিকতা যেন আর এক রেখার জন্ম দেয়। কারণ তিনি মনে করেন তাদের জন্য অনির্বাণ দা আছেন। তাই যে মহুয়া উপাধ্যায় আঘাত পাওয়ার পর দিনই যে অনির্বাণ গাঙ্গুলি তার খোঁজ নেওয়া শুধু নয় তার চিকিৎসার ও ব্যবস্থাও করে দেন। এটাই তো প্রকৃত নেতার কাজ। যিনি সব সময় কর্মীদের পাশে থাকেন। বিজেপি কর্মীরা তো এটাই চান, তারা যেমন দলের সঙ্গে ছিল দল ও তাদের সঙ্গে থাকুক। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট রাজ্যে থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু বামপন্থী নেতাদের তেমন ভাবে দেখা যায় নি। বাম কর্মীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একবারে দল থেকে বিচ্যুত হয়ে যান। যার জন্য বামপ্রন্থীদের বর্তমান এই অবস্থা। ত্রিশটা আসনে পার্থী দিয়ে আঠাশটায় জামানত বাজেয়াপ্ত। কিন্তু বিজেপি তো তেমন দল নয়, সব সময় কর্মীদের পাশে থেকেছে, না হলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পর পর তিনবার বিজেপি কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারে! সেটা সম্ভব হয়েছে মোদির মত ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির গণতন্ত্রের পূজারী আছেন বলে। ইন্ডিয়া জোটের লাফা লাফি করার কোন কারণ নেই, কারণ তাদের ঘোঁট পার্টির মিলিত আসন বিজেপির থেকে কম। শুধু কম নয় ইন্ডিয়ার প্রধান শরিক কংগ্রেস তিন অঙ্কের আসন পেরোয় নি। তারা কি করে ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির মত দল কে সারাতে পারবে। যাই হোক কংগ্রেসের এমন ভাবনা অমুলক নয়। কারণ গণতান্ত্রিক দেশে সবাই ভাবতে পারেন। নরেন্দ্র মোদির প্রতি আবার ও ভারতবাসী বিশ্বাস রাখলেন। ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো ভারতীয় জনতা পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি জনগণ যে জনমত দিলেন ইন্ডি জোটের মিলিত শক্তি তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারলো না। দেশবাসী তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করলেন নরেন্দ্র মোদিকে। দেশবাসী মনে করেন নরেন্দ্র মোদি গণতন্ত্রের যোগ্য পুরোহিত। দেশের মানুষ এনডিএ-তেই তাদের আস্থা রাখল টানা তৃতীয়বার। ভারতের ইতিহাসে বিজেপির এক ঐতিহাসিক কীর্তি। কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে কোনও দলের পক্ষে এই ধরনের ধারাবাহিক সাফল্য পাওয়া বিরল। সেই ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখলেন মোদি। গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধারণা। গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। নরেন্দ্র মোদি একটার পর একটা উন্নয়ণের কাজ দেশের জনগণ সদরে গ্রহণ করছে এটা আবার প্রমাণিত। বিরোধীদের কাজই তো বিরোধিতা করা, গণতন্ত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তারা বিরোধিতা করবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা হওয়ায় উচিত গঠন মূলক বিরোধিতা। ইন্ডি জোট ঘোঁট বিভিন্ন ভাবে সংসদ অচল করে দিতে চাইবে, তাই সজাগ থাকতে হবে বিজেপি সহ সমস্ত শরিকদের, একটা ছোট্ট ভুলও যেন না হয়। সংসদে এ বার কঠিন লড়াই, মোদি সরকার কে বিচক্ষণতার প্রমান করতে হবে। ২০২৪ সালে বিরোধীরা পক্ষ বিভিন্ন ভাবে বাধা সৃষ্টি করবে, কিন্তু দেশের স্বার্থে তাদেরকেও বোঝাতে হবে। বিরোধী দলগুলির প্রধান দায়িত্ব হল প্রশাসনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা, বিদ্যমান আইনে পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া এবং যারা অন্য পক্ষকে সমর্থন করেছিল তাদের স্বার্থে কথা বলা। সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই বিরোধী দলগুলি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, নীতি এবং কাজগুলি যাচাই করে। তারা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং সরকারকে তার কাজের কৈফিয়ত আদায় করে। বিরোধী দলগুলি সামাজিক সমস্যার জন্য অন্যান্য আইন, নীতি এবং পন্থা উপস্থাপন করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, তারা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রচার করে এবং দেশের উন্নতির জন্য নিজেদের দায়বদ্ধতা বজায় রাখে। সরকারী বিল এবং উদ্যোগগুলি বিরোধী দলগুলি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়, যারা কোনও ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলি নির্দেশ করে আইনের দক্ষতা এবং ন্যায়সঙ্গততা উন্নত করতে, তারা পরিবর্তন এবং উন্নতির পরামর্শ দেয়। সংসদীয় অধিবেশন চলাকালীন, বিরোধী

দলগুলি সরকারের মন্ত্রীদের উত্তর, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা পেতে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতে পারে। এই পদ্ধতি সরকারকে উচ্চ শাসনের মানদণ্ডে ঠেলে দেয় এবং তথ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে, দেশের গণতন্ত্র মজবুত হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদীয় কমিটিতে বসেন যেগুলি বিশেষ সরকারী কার্যক্রম বা নীতি ডোমেইন তত্ত্বাবধানের ভূমিকায় থাকে। তারা সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে, নীতিমালা মূল্যায়ন করে এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সংস্কারের জন্য পরামর্শ প্রদান করে। আউটরিচ প্রোগ্রাম, পাবলিক ইভেন্ট এবং প্রচারণার মাধ্যমে, বিরোধী দলগুলি সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ করে। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উদ্দীপিত করে, তাদের ধারণার জন্য সমর্থন তৈরি করে এবং রাজনৈতিক উদ্বেগ সম্পর্কে জনসাধারণের বোঝা বাড়ায়। একটি শক্তিশালী বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকে জনগণের দাবি ও উদ্বেগের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। সরকারগুলি জনগণের স্বার্থে কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত হয় যখন তারা সচেতন যে তাদের সিদ্ধান্তগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং চ্যালেঞ্জ করা হবে। প্রশাসনকে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বিরোধী দলগুলি অপরিহার্য। তারা তথ্য অনুসন্ধান করে সংসদীয় প্রশ্ন, বিতর্ক এবং অডিট কমিটি সহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা প্রচার করে। লোকসভার বিরোধী দলনেতার ভূমিকা সংসদীয় রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের পাবলিক আকাউন্ট কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিং এবং যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্য হন তিনি। সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন, সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন, সিবিআই ডিরেক্টর, জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের চেয়ারপার্সন, লোকপাল বাছার যে কমিটিতেও শামিল থাকেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সংসদ ভবনে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের উপস্থিত মনে করিয়ে দেবে ভারতবর্ষ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ টানা তৃতীয় বার ভারতবাসীর দায়িত্বে। মোদির নেতৃত্বই দেশের গৌরব এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। আগামী পাঁচ বছর এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে এবং বৈশ্বিক মঞ্চে একটি গতিশীল ও প্রগতিশীল জাতি হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করার জন্য খুবই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠবে। যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি সেখানে কর্মী সমর্থকদের চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ তিনি সাংসদ ভবন কে যেমন মন্দির মনে করেন তেমনি প্রত্যেক কর্মী সমার্থকদের এক একটা বুকের পাঁজর মনে করেন। কারণ তিনি জয়ী হবার পর প্রথমেই দেশবাসীকে তার পরই কর্মীদের কথাই বলেছেন। এটাই তো নরেন্দ্র মোদি। সুতরাং বিরোধীরা বিরোধিতা করুক রাজনৈতিক ভাবে অনৈতিক গায়ে হাত দিয়ে নয়। কারণ রাজ্যে শুভেন্দুরা আছে। যিনি আজ না হোক কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলার জনগণকে বোঝাতে পারবেন ডবল ইঞ্জিন সরকার কতটা প্রাসঙ্গিক।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জয়েও বাঁকুড়া শহরে বিপুল ভোটে পিছিয়ে থাকার ময়নাতদন্ত তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা ভোটে রাজ্যজুড়ে ভরাডুবি হয়েছে গেরুয়া শিবিরের। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের কাছে হারতে হয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে। সারা রাজ্যের এই সবুজ ঝড়ের মাঝেই তৃণমূলের কাঁটা হয়ে রইল বাঁকুড়া শহর। শহরের ২ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১টিতেই এগিয়ে গেরুয়া শিবির। বাঁকুড়া শহরে কেন এমন উলটপুরাণ? এর পিছনে কী রয়েছে অন্তর্ঘাত নাকি অন্যকিছু তা জানতে ফলাফল কাঁটাছেঁড়া করতে শুরু করেছে তৃণমূল। বিজেপির যুক্তি, শহরের শিক্ষার হার বেশি থাকায় মানুষের রায় গিয়েছে গেরুয়ার পক্ষে।

বাঁকুড়া শহর সহ বাঁকুড়া বিধানসভা দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। ২০২১ সালে সেই মিথ ভেঙে দেয় গেরুয়া শিবির। যদিও গত পুরসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া শহরে কার্যত ধরাশায়ী হয়ে যায় বিজেপি। পুরসভার ২৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২ টিতে সরাসরি তৃণমূল ও ৩টি ওয়ার্ডে তৃণমূলেরই বিক্ষুব্ধ নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেন। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই এই লোকসভা ভোটে ফের উলটপুরাণ।

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬ টি বিধানসভায় তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও, বিজেপি বাঁকুড়া বিধানসভায় ব্যাপক ভোটে এগিয়ে থাকে। বাঁকুড়া বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ১৬ হাজার ৩১২ টি ভোটে। এই ব্যবধানের বড় কৃতিত্ব বাঁকুড়া পুর এলাকার। জানা গিয়েছে, পুরসভার ২৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১টিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছে বিজেপি। বিজেপির যুক্তি, শহরের ভোটার শিক্ষিত। সেই শিক্ষিত ভোটার কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কারণেই ওই ভোট গিয়েছে বিজেপির ভোটবাক্সে।

পাশাপাশি বিজেপির স্বীকারোক্তি, লোকসভার বাকি অংশের মানুষকে প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই সেখানে পিছিয়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবির। লোকসভার ৬টি বিধানসভায় জয়ের পরেও জেলা সদর বাঁকুড়া শহরে এই পিছিয়ে থাকা কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছে না ঘাসফুল শিবির। ইতিমধ্যেই এমন ফলাফলের কারণ নিয়ে দলের অন্দরে শুরু হয়েছে কাটাছেঁড়া। তৃণমূলের দাবি ,পানীয় জল থেকে রাস্তাঘাট সর্বক্ষেত্রে পুরসভা ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকলেও, শহরে কেন এমন শোচনীয় ফলাফল হল তা খতিয়ে দেখা হবে। এক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতের তত্ত্বও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না বিশেষজ্ঞ মহল।

দেবতার নামে ভন্ডামির অভিযোগ, প্রতারণাচক্রের দাবি বর্ধমানবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে চলছে দেবতার নামে ভন্ডামির অভিযোগ। বড়সড় প্রতারণাচক্র হাতেনাতে ধরলেন স্থানীয়রা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমানের ৫ নম্বর ইছলাবাদের কিরণ সংঘ এলাকায়।

অভিযোগ, এলাকারই এক মহিলা তিনি কৃষ্ণকালীর সাধক নামে পরিচয় দিতেন সকলের সামনে। কৃষ্ণকালীর উপাসনার নামে বিভিন্ন উপায়ে বহু টাকা উপার্জন করছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। লোকমুখে প্রচারের পর বহু দূর দূরান্ত থেকে আসতেন সাধারণ মানুষজন। তাঁর নাকি আছে একটা ইউটিউব চ্যানেলও। ওই সাধিকার নাম মঙ্গলা কোরা। সাধিকার ভন্ডামি অবশেষে সামনে আনলেন স্থানীয় এলাকার মানুষজন। ভন্ডামি হাতেনাতে ধরতেই উত্তেজিত হয়ে জনতা মন্দির থেকে ছুড়ে ফেলে মন্দিরে থাকা দান সামগ্রী, কাপড় গামছা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বর্ধমান থানার পুলিশ। ওই

সাধিকাকে আটক করে বর্ধমান থানার পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, যিনি নিজেকে কৃষ্ণকালীর সাধিকা বলছেন, তিনি নিজে কোনও একটি চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে সেই সংস্থা থেকে তাড়িয়ে দিলে মহিলা মঙ্গলা কোরা দেবতার নামে ভন্ডামি শুরু করেন। মহিলার স্বামী একজন ফুচকা বিক্রেতা। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ওই মহিলা বলতেন শ্রী রামকৃষ্ণ নাকি মাকে পাননি, তিনি কৃষ্ণকালীকে পেয়েছেন। চিটিংবাজি করে বহু মানুষকে প্রতারণা করে বহু জমি জায়গার মালিকও হয়েছেন ওই সাধিকা।

অবশেষে কালী সাধিকার ভন্ডামি ফাঁস হয় বলে দাবি। অন্যদিকে কৃষ্ণ কালী মা নামে পরিচিত সাধিকা মঙ্গলা কোরা দাবি, তিনি কোনও দিনই বলেননি যে, তিনি ঠাকুর পেয়েছেন। এখানে কোনও রকম টাকা পয়সা নেওয়া হয় না, তাঁর কাছে প্রচুর ভক্ত আসেন, তাঁরা যা দেন তাতেই তিনি খুশি। যাঁরা ফল পেয়েছেন, তাঁরা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মাকে দিয়েছেন। মায়ের বিশ্বাসী ভক্তরা এখানে আসেন বিশ্বাসের ওপর ভর করে।

পিকআপ ভ্যানের টায়ার ফেটে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত বড়গাছি এলাকায় একটি ছোট পিকআপ ভ্যানের টায়ার ফেটে রাস্তার ধারে থাকা একটি বাড়ির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে যায়। বাড়িতে কেউ না থাকায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান বাড়ির মালিকরা।

জানা গিয়েছে, কাটোয়ার দিক থেকে কুন্তীঘাটের দিকে একটি খালি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন বিশ্বজিৎ লাহিড়ি, তাঁর সঙ্গে ছিলেন খালাসি রাজ শিকদার। হঠাৎই বড়গাছির কাছে গাড়ির সামনের টায়ার ফেটে যায়। গাড়ির গতি বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি গাড়ির চালক। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি টিনের বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায় গাড়িটি। অপর দিক থেকে আসা একটি মোটর বাইকের সঙ্গেও ধাক্কা লাগে। আহত ওই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে নবদ্বীপের প্রতাপনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নিখরচায় সরকারের উদ্যোগে কালনা হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বিনা খরচায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কালনা হাসপাতালে শুরু হয়ে গিয়েছে ডায়ালিসিস পরিষেবা। এই পরিষেবা বিনামূল্যে শুরু হওয়ায় খুশি হুগলি,নাদিয়া ও বর্ধমানের মানুষরা। এরপরই কালনা মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবা ঠিকমতো চলছে কিনা, মানুষ ঠিক ভাবে পরিষেবা পাচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে শনিবার হাসপাতালে হাজির হন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

বিনা খরচে কিনডি ডায়ালিসিস পরিষেবা পেতে ধীরে ধীরে ভিড় জমাচ্ছেন রোগীরা, যাঁরা কিডনির রোগী অথচ আর্থিক দুর্বলতা আছে, তাঁদের চিকিৎসা করতে কলকাতা ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ছুটতে হত, সেখানেও চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হত। কিন্তু কালনায় এই পরিষেবা পেয়েই খুশি রোগী ও তাঁদের পরিবার। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও উদ্বোধন না হলেও পরিষেবা শুরু করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। ডায়ালিসিস করতে আগে অনেক দূরে যেতে হত। বর্তমানে কালনা মহকুমা হাসপাতালেই এই পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। গরিব ও দুঃস্থ মানুষরা বেশি করে উপকৃত হবে এর ফলে।

মুক্তধারা নাট্য উৎসবের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: কলকাতার কবরডাঙা মুক্তধারা থিয়েটার গ্রুপ শান্তিনিকেতন নিকটস্থ রায়পুর জমিদার বাড়ির অঙ্গনে মুক্তধারা নাট্য উৎসবের আয়োজন হয় শনিবার সন্ধ্যায়। এই উৎসবে নাট্যসারথি, ইলোরা নাট্যদল, নৃত্যনিকেতন ড্যান্সগ্রুপ অ্যান্ড স্কুল, ছায়াপথ নাট্যগোষ্ঠী এবং মুক্তধারা থিয়েটার গ্রুপ অংশগ্রহণ করে। এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য মলয় ঘোষ। উৎসবে গুণীজন সম্মাননা, নাটকের গান, আলোচনা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান ছিল। রায়পুর যুব সংঘের বিশেষ সহযোগিতায় এই উৎসব সফল হয়।

বাবা-মাকে হারিয়ে কালনা হাসপাতালেই বেড়ে উঠছে একমাসের শিশুকন্যা কথা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: জন্ম নিয়েই বাবা-মাকে হারিয়ে কালনা হাসপাতালেই বেড়ে উঠছে একমাসের শিশুকন্যা 'কথা'।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অন্তরা বিশ্বাস নামে এক প্রসূতি ২৬ এপ্রিল কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কন্যাসন্তানটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে মা অন্তরা বিশ্বাস মারা যান, শিশুটির মায়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনে শিশুটির বাবাও আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে। কালনা হাসপাতালের চিকিৎসক এবং এসএনসিইউ ইউনিটের নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবায় শিশুটি আস্তে

আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে, শিশুকন্যা সন্তানটির বয়স এখন একমাস হতে চলল। এসএমসিইউ ইউনিটের নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসকরা এখন শিশুটির মা, মাতৃস্নেহে অতি যত্নে একমাসের কন্যা সন্তানটিকে দেখভাল করছেন। নার্সরা ভালোবেসে কন্যাসন্তানটির নাম দিয়েছেন কথা। কথা এখন এসএমসিইউ ইউনিটের প্রতিটি স্টাফ, চিকিৎসক এবং নার্সের চোখের মণি হয়ে উঠেছে। তবে নার্সদের মন এখন ভারাক্রান্ত কারণ বেশিদিন কথাকে তাঁদের কাছে রাখতে পারবেন না। কালনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিশুকন্যাটিকে রাখার জন্য একটি সেফ হোমের চেষ্টা করা হয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে যাতে শিশুটির ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়।

চারাগাছ রোপণ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা মাথায় রেখে শনিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের প্রবোধ ঘোষ, সুজিত চক্রবর্তী ও গ্রামের অন্যান্য লোকেদের উদ্যোগে শ্যামসুন্দরপুর ইসিএলের হাসপাতালের সন্নিকটে প্রায় ২০০টি গাছের চারা রোপন করা হল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোলিয়ারির এজেন্ট অনুপ মণ্ডল, ইসিএলের চিকিৎসক পল্লব আচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পল্লব আচার্য জানান, বর্তমান সময়ে খুব প্রয়োজন চারাগাছ রোপণ করার। তাই এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে গাছ লাগাতে। কেননা আগামী দিনে গাছ না বাঁচাতে পারলে সমস্ত প্রাণীকুল সাংঘাতিক সংকটে পড়বে বলে মনে করছেন তিনি। প্রসঙ্গত, দিনে দিনে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা, বাড়ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। মনুষ্য জাতি মুনাফার লোভে উন্নয়নের নামে জঙ্গল কেটে সাফ করে তৈরি করতে ব্যস্ত কংক্রিটের জঙ্গল। যার ফলে বিশ্বজুড়ে কমেছে গাছপালার সংখ্যা। স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃতির রোষে পড়তে হচ্ছে বিশ্ববাসীকে। ধীরে ধীরে বেড়েছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সূর্যের তেজ, ৪৫ থেকে ৪৭ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাপমাত্রা।

এর থেকে রক্ষা পেতে একমাত্র ভরসা গাছপালা, তাই প্রত্যেকের উচিত প্রচুর পরিমাণে গাছপালা লাগানো। আগামী পাঁচ বছর এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা কোন জায়গায় পৌঁছবে সেটা ভেবেই শঙ্কিত হতে হচ্ছে এখন থেকেই। তাই প্রত্যেকটি মানুষেরই এই মুহূর্তে চারাগাছ রোপণ করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, নতুবা আগামী প্রজন্মকে প্রকৃতির সাংঘাতিক রোষের মুখে পড়তে হবে।

মুখে কাপড় বেঁধে-হেলমেট পরে বিজেপি এজেন্টের দোকানে তাণ্ডবের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমান শহরের বিভিন্ন এলাকায়। শুক্রবার রাতেও বর্ধমানের মিঠাপুকুর এলাকায় মোড়ের মাথায় একটি দোকানে বেশ কিছু দুষ্কৃতী মুখে কাপড় বেঁধে এবং মাথায় হেলমেট পরে তাণ্ডব চালিয়ে দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র লুঠপাঠ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, ওই দোকানের মালিক গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির এজেন্ট হয়ে বুথে বসেছিলেন। সেই কারণে তাঁর দোকানে লুঠপাঠ করা হয় বলে অনুমান। এমনকি পরিবারের ওপর অত্যাচার চালানোর চেষ্টা হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার সময় বর্ধমান শহরের বিসি রোডের ওপর হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করলেও, ভাঙচুর ও লুঠপাঠের ঘটনা দেখেও কেউ রুখে দাঁড়াননি বলে দাবি। সকলেই চোখ এড়িয়ে চলে যায়। সেই ছবি ধরা পড়ে সিসি ক্যামেরায়। ঘটনাটি বিসি রোড বড়বাজার মিঠাপুকুর মোড়ের ১১২ নং এলাকার ঘটনা।

এখানে বিজেপি কর্মী এবং এই নির্বাচনে দিলীপ ঘোষের এজেন্ট হয়ে বুথে বসেছিলেন বিশ্বনাথ মোদক। তাই তার দোকানের ওপর এরকম লুঠপাঠ করা হয় বলে অনুমান। অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। জানা গিয়েছে, গত নির্বাচনে এই ওয়ার্ডে ১৬টি ভোটে বিজেপি জিতেছে। ক্যামেরার সামনে কথা বললে আবার তাঁদের ওপর আক্রমণ হতে পারে এমনই আশঙ্কা করে কেউ কোনও কথা বলতে চাননি। দীর্ঘ দিন ধরে এই ওয়ার্ডে তৃণমূল পুরসভা নেতৃত্ব স্থানে রয়েছে।

যদিও বিধায়ক খোকন দাস বারবার করে জানিয়েছেন, কোনও জায়গায় কোনও রাজনীতি হিংসা ছড়ানো যাবে না। মানুষ দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছে। তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে। তাই কোনও রাজনীতি হিংসা যাতে কেউ না ছড়ায়। কিন্তু বিধায়কের নির্দেশ না মেনেই বেশ কিছু জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

জলের দাবিতে কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ রেখে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: দীর্ঘদিন নেই এলাকায় জলের ব্যবস্থা, পাশাপাশি কোলিয়ারির তরফে যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত সেটাও অনিয়মিত হচ্ছে বলে দাবি। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা আর তাই জল ও বিদ্যুতের দাবিতে পাণ্ডবেশ্বরের বাঁকোলা এরিয়ার তিলাবনি কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের ঝরিয়াডাঙা এলাকার মহিলা ও পুরুষরা।

তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন তাঁদের এলাকায় জল আসে না ফলে স্বাভাবিক কারণেই এই গরমে চরম সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। খাবার জল তো দূর অস্ত ধোয়ামোছা করার জল নেই তাঁদের এলাকায়। সেই কারণে শনিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে

কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ করে চাণকের সামনে এসে বসে পড়েন এলাকার মহিলা ও পুরুষরা। এলাকার বাসিন্দা তথা দিশম আদিবাসী গাঁওতার নেতা জলধর হেমব্রমের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের এলাকায় জল ও বিদ্যুৎ নিয়মিত আসছে না। ফলে এই গরমে চরম সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে বারবার বললেও কোনও কর্ণপাত করছে না তারা। আর সে কারণেই এদিন তাঁরা বন্ধের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন।

বিক্ষোভকারী তথা এলাকার মহিলা ভবানী হেমব্রমের দাবি, জল না থাকার কারণে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিশেষ করে মহিলাদের। আর কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ এলাকায় জলের আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোলিয়ারিতেই অবস্থান করবেন বলে জানান তিনি। অবশেষে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ইসিএল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসেই বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.Q. NO. – UKM/005/WW/ 2024 – 2025,
DATED – 10.06.2024
1. Supplying 100 mm dia D.I. Pipe & 100 mm dia D.I. Pipe Line Fittings.Quotation Submission closing Date – **20.06.2024. at 1.00 p.m.** For More Details – Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman,
Uttarpara-kotrung Municipality

ELECTION URGENT
offline Short Sealed BID-02 of 2024-25
Applicants from bonafide bidders as per GO offline Short Sealed BID-02 of 2024-25 of EE, P.W.D., BD-II for "Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Domkal PS,Doulatabad PS, Raninagar PS, Murshidabad PS, Jiaganj PS, Bhagwangola PS, Lalgola PS and Other PS in the district of Murshidabad in connection with LokSabha General Election 2024 under Berhampore Division No.II, P.W.D." from contractor having credential of similar nature works.
Last date for submission of application:-**09.06.2024 (Upto 1:00p.m.).**
The details can be obtained from the website **http://www.wbpwd.gov.in** and office notice board.
Sd/-
Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড ১০২ অধীনে)
শ্রীমতি সংযুক্তা ভোরা, বেঙ্গল ইন্ডিয়া গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-সিডি-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতি সংযুক্তা ভোরা
২.	আবেদনের অনুমোদন সম্পর্কিত বিস্তারিত	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য অর্ডার তারিখ ০৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী ব্যক্তিগত জামিনদাতা সম্পর্কিত ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া অনুমোদন এবং ০৭.০৬.২০২৪ সিপি (আইবি) নং - ১৫৪/কেবি/২০২৩ অনুযায়ী অবগতকরণ।
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	০৫.০৬.২০২৪
৪.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের সম্ভাব্য তারিখ	০১.১২.২০২৪
৫.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	আইপি উমেশ কুমার, রেজি নং IBBI/IPA-001/ IP-P01978/2020-2021/13152
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ডি ব্লক, সত্যভামা গ্রান্ড অ্যাপার্টমেন্ট, কুসাই, ডোরান্ডা, রাঁচি-৮৩৪০০২ **ইমেল : umeshkr62@yahoo.com**
৭.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ডি ব্লক, সত্যভামা গ্রান্ড অ্যাপার্টমেন্ট, কুসাই, ডোরান্ডা, রাঁচি-৮৩৪০০২ **ইমেল : umeshkr62@yahoo.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	৩০.০৬.২০২৪
৯.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	**Weblink:https://www.ibbi.gov.in/download forms** সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে শ্রীমতি সংযুক্তা ভোরা, বেঙ্গল ইন্ডিয়া গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-সিডি-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা রেজোলিউশন শুরুর তারিখ ০৫.০৬.২০২৪।
শ্রীমতি সংযুক্তা ভোরা-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৩০.০৬.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা পোস্ট বা কুরিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল-এর পক্ষে
আইপি উমেশ কুমার
প্রস্তাব পেশাদার
শ্রীমতি সংযুক্তা ভোরা, বেঙ্গল ইন্ডিয়া গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-সিডি-ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01978/2020-2021/13152
এএফএ নং : AA1/13152/02/051124/106245 বৈধ : ০৫.১১.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ০৯.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ভোট পরবর্তী হিংসায় রণক্ষেত্র গোঘাট ও খানাকুল, গ্রেপ্তার ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট পরবর্তী হিংসায় রণক্ষেত্র গোঘাটের কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েতের ভুরকুন্ডা এলাকা। বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। পুলিশ বাধা দিতে গেলে তৃণমূলের ইটবৃষ্টি। ইটের আঘাতে গুরুতর আহত এক পুলিশ কর্মী-সহ আট জন। এর পাশাপাশি বিজেপির ৫ কর্মীও আহত হন। আহত হয়েছেন তৃণমূলেরও বেশ কয়েক জন। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইট বৃষ্টিতে পুলিশের একটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয়বাহিনীর জওয়ানরা হাজির হয় ও উভয় পক্ষের লোকজনদের এলাকা থেকে হঠিয়ে দেয়। শুক্রবার রাত থেকেই দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের সময় এলাকায় কেন বিজেপির পতাকা লাগানো হয়েছে তা নিয়ে এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে মারধর করে তৃণমূল। পুলিশ বাধা দিতে গেলে তাদের লক্ষ্য করেও ইটবৃষ্টি করা হয়। ইটের আঘাতে গুরুতর আহত হন এক পুলিশকর্মীও। পুলিশের মাথা ফেটে যায়। এদিকে বিজেপি কর্মীদের বাঁচাতে গিয়ে আহত হন তাদের পরিবারের মহিলারাও। ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক পুলিশ কর্মী সহ ৫ বিজেপি

কর্মী ও ২ মহিলাকে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনায় পুলিশের একটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। উল্লেখ্য যে, আরামবাগ লোকসভা তৃণমূলের দখলে গেলেও গোঘাট বিধানসভা এলাকাটি বিজেপি জয়লাভ করে। তারপর থেকেই শাসকদলের হুমকির মুখে পড়েন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা বলে অভিযোগ। তৃণমূল হামলা করলেও বিজেপি এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলায় এই সংঘর্ষ এমনটাই জানা যাচ্ছে। তবে ৭ জন বিজেপি সমর্থক ও ৩ জন তৃণমূল সমর্থককে ওই দিন গভীর রাতেই গ্রেপ্তার করে গোঘাট থানার পুলিশ। শনিবার অভিযুক্ত ১০ জনকেই আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। অপর দিকে ভোট পরবর্তী হিংসায় আবারো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে খানাকুলের মাড়োখানা পঞ্চায়েত এলাকা। ঘটনার জেরে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ২ কর্মী আহত হয়েছেন। উভয়েই উভয়ের বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগে সরব হয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির অভিযোগ, শুক্রবার রাতে মাড়োখানা এলাকায় বোমাবাজি করে তৃণমূল। তারই প্রতিবাদে এদিন খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে ওই এলাকায় বাইক মিছিল করার সময় তৃণমূলের লোকজন অতর্কিতে তাদের এক কর্মীর উপর হামলা চালায়। পালটা তৃণমূলের অভিযোগ, এলাকাকে অশান্ত করতে খানাকুল বিধায়কের নেতৃত্বে মাড়োখানা এলাকায় বাঁশ, লাঠি নিয়ে মিছিল বের করে বিজেপি। এই সময় তৃণমূলের এক কর্মী দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে পরিকল্পিতভাবে তার উপর আক্রমণ করে। ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে গিয়ে খানাকুল পুলিশ উভয়পক্ষকেই এলাকা থেকে সরিয়ে দেয়। গোটা এলাকায় পুলিশি টহল চলছে।

বাগদা পুলিশের জালে ২ ভারতীয় দালাল-সহ ২৬ জন বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ভোট মিটতেই চোরাপথে প্রবেশের রমরমা অনুপ্রবেশ,বাগদা পুলিশের জালে ধৃত ২ দালাল সহ ২৬ জন বাংলাদেশি, পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃতদের গ্রেপ্তার করে বনগাঁ আদালতে তোলা হয়। লোকসভার ভোট পর্ব মিটতেই বাগদা সীমান্ত দিয়ে রমরমিয়ে শুরু হয়েছে পাচার। পুলিশের চোখ এড়িয়ে শয়ে শয়ে বাংলাদেশি দালাল ধরে এদেশে ঢুকে পড়ছে। কেউ আবার ভারত থেকে বাংলাদেশেও চলে যাচ্ছে অভিযোগ। চোরাপথে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় বাগদার রনঘাট এলাকা থেকে ২ দালাল সহ ২৬ জন বাংলাদেশিকে বাগদা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্ত করা হচ্ছে এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ রয়েছে কিনা। কিভাবে বা কেন ভারতে প্রবেশ করল সেই বিষয়টাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, পুলিশ এবং তৃণমূল লোক দেখানো জন্য কয়েকজন অবৈধভাবে প্রবেশ করা বাংলাদেশি আটক করেছে এরকম অনেক অবৈধ বাংলাদেশি ঘুরে বেরাচ্ছে পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে। অভিযোগ, ভোটের মরশুমে পুলিশ এদের নিজেরা নিয়ে এসেছে ভোট করানোর জন্য তবে কোনও লাভ হয়নি, বনগাঁর মানুষ তা বুঝিয়ে দিয়েছে লোকসভা ভোট বাক্সে। পাল্টা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, বাংলার পুলিশ সক্রিয় তাই তারা অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে খুব দ্রুত। যারা এভাবে অবৈধভাবে এদেশে ঘোরাঘুরি করছেন তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য এই রাজ্যে পুলিশ আছে, এছাড়া বিজেপির কোনও কাজ নেই। বনগাঁ আদালতের আইনজীবী সমীর দাস বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের ধারায় মামলার রুজু করে বাগদা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে মোট ২৬ জনকে আদালতে তোলা হয়, যার মধ্যে দু'জন ভারতীয় দালাল রয়েছে।

ডিজে, ব্যান্ড বাজিয়ে শ্মশানযাত্রা বেরল মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বয়স ১১০ বছর। আর বৃদ্ধার প্রয়াণে শশ্মানে যাওয়ার পথে বাজল ব্যান্ড, ডিজে। আনন্দ উল্লাসে পরিবারের সকলে মিলে শেষযাত্রায় সামিল হলেন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার কামালপুর ঠাকুরপাড়া এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীরা কেউ বলতেন ঠাকুমা, আবার কেউ বলতেন দিদা। সেই বৃদ্ধায় মৃত্যুতে শেষ বিদায়ে কোনো দুঃখের কাহিনি নয়, এ যেন সকলেই শ্মশান যাত্রা সময় উল্লাস করলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম রানি মণ্ডল। আধার কার্ডের হিসাব অনুযায়ী মৃত্যুকালীন ওই বৃদ্ধার বয়স হয়েছিল ১১০ বছর। পরিবারে রয়েছে চার ছেলে, পুত্রবধূ নাতি-নাতনী। বার্ধক্যজনিত কারণেই ওই বৃদ্ধার বাড়িতেই মৃত্যু হয়। তারপরই পরিবারের সকলে মিলে আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে আবিরের রঙে হরিনাম কীর্তনের

মধ্যে দিয়ে শেষ যাত্রা সম্পন্ন করেন মানিকচক মহাশ্মশানের দিকে।

এবিষয়ে রানি মণ্ডলের বড় ছেলে জ্যোতিষ মণ্ডল জানান, মায়ের দীর্ঘায়ুর পথ শেষ হল। প্রায় ১১০ বছর মা পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তবে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। শুক্রবারও নিজে স্নান খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোতে যান। তারপরেই এদিন সকালে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি স্বাধীনতাকামী ছিলেন। ব্রিটিশদের শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীনের তিরঙ্গার সময় তিনি উপভোগ করেছিলেন। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, মার কাছে এ প্রসঙ্গে গল্প শুনতে আসতেন। তবে এবার সব গল্পের অবসান।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলতলি: স্ত্রী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন, স্রেফ এই সন্দেহে খুন করল স্বামী! ধারালো অস্ত্রের কোপে স্ত্রীক খুনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। প্রতিবেশীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্বামীকে। তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অস্ত্রটি। তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

কুলতলি থানার কাটামারি গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব মণ্ডল। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দশেক আগে বিমলা নামে এক মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয় বিপ্লবের। তাঁদের তিন সন্তানও আছে। বিপ্লবের সন্দেহ, এলাকার এক যুবকের সঙ্গে বিমলা সম্প্রতি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন। স্ত্রীর দীর্ঘ সময়ে ফোনে কথা বলা নিয়ে সেই সন্দেহ আরও দানা বাঁধে। এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার ঝগড়াও হয়েছে স্বামীর। দুই পরিবারের তরফে তা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা হলেও সমাধান হয়নি। বিমলার সঙ্গে বিপ্লবের দাম্পত্য অশান্তি চলতই।

শুক্রবার রাতে বিমলা ফোনে কথা বলছিলেন। অভিযোগ, আচমকাই বিপ্লব তাঁর ফোন কেড়ে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। শরীরে একের পর এক আঘাতের জেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিমলা। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ নিয়ে বিপ্লবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিমলার পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ বিপ্লবকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পথ দুর্ঘটনা কমাতে সচেতনতা অভিযানে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পথ চলতি টোটোগুলির ডান দিক দিয়েই চলছে যাত্রী ওঠানামা। সরকারি নির্দেশিকা না মেনে ডানদিক দিয়েই যাত্রী ওঠা নামার করার দৃশ্য সামনে আসছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে টোটোগুলির ডানদিকে লোহার রড দিয়ে যাত্রী ওঠানামা বন্ধ করা হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডান দিকটি খোলা রেখেই চলছে টোটোগুলি। স্বভাবতই এই দৃশ্য সামনে আসতেই এদিন অভিযানে নামে পুলিশ। যদিও প্রাথমিকভাবে এদিন টোটো চালকদের শুধুমাত্র সচেতন করা হয়েছে। কাউকে জরিমানা করা হয়নি।

জানা গিয়েছে, পথ দুর্ঘটনা কমাতে ও যাত্রী সুরক্ষার জন্য শনিবার বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় ও ট্যাংক মোড় এলাকায় চলে এই বিশেষ অভিযান। বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশের তরফে চলা এদিনের এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে মূলত টোটো চালকদের সচেতন করা হয়। এরপরেও টোটো চালকরা আইন অমান্য করলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেই জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে এক টোটো চালক জানান, 'পুলিশের তরফে টোটোর ডান দিকে লোহার রড লাগানোর কথা বলা হয়েছে। আমরা দ্রুত রড লাগিয়ে নেব। এর আগে আমাদের একবার বলা হয়েছিল এ বিষয়ে। তখন আমরা ডানদিকে রডের পরিবর্তে দড়ি লাগিয়ে নিয়েছিলাম। দ্রুত আমরা ডানদিকে লোহার রড লাগিয়ে নেব টোটোগুলিতে।'

উল্লেখ্য, পথচলতি টোটোগুলির ডানদিকে লোহার রড লাগিয়ে ডান দিক দিয়ে যাত্রী ওঠানামা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিবহন দপ্তরের তরফে। যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই নির্দেশিকা জারি করা হলেও এখনো অনেক টোটো চালক সেই নির্দেশিকা মেনে চলছেন না বলেই অভিযোগ। ফলে স্বভাবতই এ বিষয়ে টোটো চালকদের সচেতন করতে এদিন অভিযানে নামে বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশ।

এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশের আইসি অরুণ তামাং বলেন, 'বেশ কিছুদিন আগে প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে মিটিং করা হয়েছিল। টোটোর ডান দিকে দিয়ে যাতে যাত্রী উঠানামা না করে, সেই বিষয়ে টোটো চালকদের বলা হয়েছিল। কিছু কিছু টোটো চালক সেই নির্দেশিকা মেনে চলছেন। অনেকেই সেটা মেনে চলছেন না। তাই সকলকে আমরা সচেতন করছি।'

ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দিলীপ আছে দিলীপেই। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চাঁচাছোলা বক্তব্যের পাশাপাশি নিজের মুডে দিলীপ। সাত সকালে পিকনিকের মেজাজে ছোট বড় মাছ শিকার করলেন গেরুয়া নেতা। নতুনদের পিছনের দিকে তাকাতে হবে। পুরনোদের সামনে সারিতে আনতে হবে বলে শনিবার হুঁশিয়ারি দিলীপের। 'ওল্ড ইজ গোল্ড' সোশ্যাল মিডিয়ায় দিলীপের লেখা ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা দিলেন দিলীপ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুনরাজপুর বাওরে বরশি নিয়ে বড় মাছ শিকারের আশায় বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাহলে কি কাঠিবাজির কাছে হেরে গিয়ে নতুন করে সংগঠন চাঙ্গা করতে আসরে নেমেছে এই নেতা। ইতিমধ্যে রাজ্য বিজেপির প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তিনি। পাশাপাশি এদিন বড় বড় রুই, কাতলা, ভেটকি, গলদা চিংড়ি বরশিতে আটকে হিড়হিড় করে ডাঙ্গায় তুললেন দিলীপ। তার সঙ্গে

ছিলেন স্বরূপনগরের বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার। মাছ ধরার ইঙ্গিতপূর্ণ উদাহরণ সামনে রেখেই দিলীপ জানান, যখন পার্টির বিপর্যয় হয়। তখন পিছনের দিকে তাকাতে হয়, পুরনো কর্মীদের চাঙ্গা করতে ফের ময়দানে সামনে আনতে হয়। দিলীপ নতুন বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে সুকৌশলে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

বিধায়ক সাংসদদের-না জানিয়ে বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: তৃণমূল প্রার্থীর বিপুল জয়ে শতাব্দী রায়ের উপস্থিতিতে বিজয় মিছিল হল অথচ সেই মিছিল সম্বন্ধে জানতেই পারলেন না বিজয়ী প্রার্থী এবং স্থানীয় বিধায়ক। এমনকী বেলপাহাড়ি ব্লকের শাখা সংগঠনগুলিকে এই বিজয় মিছিল সম্বন্ধে কিছু জানানো হয়নি বলে দলের পক্ষ থেকেই অভিযোগ করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সরেন বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পর শুক্রবার বিকেলের পর বীরভূমের অভিনেত্রী সাংসদ শতাব্দী রায়কে সামনে রেখে বেলপাহাড়ি ব্লকের মুনিয়াদা থেকে শিলদা পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার বিজয় মিছিল হয়।

জেলা এসসি মহিলা সেলের সভানেত্রী রেখা মণ্ডল এবং বেলপাহাড়ি ব্লক মহিলা সভানেত্রী রুমা মাহাতোদের অভিযোগ, ব্লক সভাপতি চিন্ময় মাহাতো কাউকে কিছু না জানিয়েই এই বিজয় মিছিল করেছেন। মিছিলে দলের লোকজন খুব বেশি ছিলেন না। গাড়ির বিজয় মিছিল হয়েছে। দলের লোকজন ছাড়াই ব্লক সভাপতি তার নিজের মতো করে শতাব্দী রায়কে নিয়ে পাঁচ কিলোমিটার রোড শো করেছেন। এটা দলের কর্মসূচি ছিল, নাকি ব্লক সভাপতি নিজস্ব কর্মসূচি ছিল তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। কারণ, স্থানীয় বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা কিংবা নবনির্বাচিত সাংসদ কালীপদ সরেন, কেউই উপস্থিত ছিলেন না। আমরা শুনেছি এই প্রোগ্রামে তাদেরকেও ডাকা হয়নি।

নাগরাকাটায় জঙ্গল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নাগরাকাটা: শিলিগুড়ির লদীপাড়া চা বাগানের জঙ্গলে গোরু খুঁজতে গিয়ে শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন এক ব্যক্তি। অবশেষে শনিবার দুপুরে উদ্ধার হল তাঁর মৃতদেহ। স্থানীয়দের অনুমান হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কেলভিন ওরাওঁ। বয়স প্রায় ৬০ বছর। বাড়ি ডায়না বস্তিতে। মৃতের নাতি বিকি ওরাওঁ বলেন, 'দাদু গোরু আনতে জঙ্গলে যান। গোরু বাড়ি ফিরে এলেও তিনি ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান মেলেনি তাঁর। অবশেষে শনিবার এলাকার এক বাসিন্দা জঙ্গলে তাঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।'

লদীপাড়া চা বাগানের মকাইবাড়ি ডিভিশনের জঙ্গলটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দাদের কাছে আতঙ্কের কারণ। এর আগেও এই জঙ্গল নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ বাধে ডায়না বস্তি, দেবপাড়া, আপার কলাবাড়ির মতো লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের। জঙ্গল পরিষ্কার করা নিয়ে বহুবার বাগান কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই জঙ্গলটি হাতির ডেরায় পরিণত হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে বিন্নাগুড়ির রেঞ্জার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস বলেন, 'হাতির আক্রমণে সম্ভবত ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিয়ম মোতাবেক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।'

তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার সন্দেহে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেননি তৃণমূল কর্মী। এই সন্দেহের বশে ভরা বাজারে তাঁকে মারধরের অভিযোগ উঠল দলের অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা জলঙ্গির হরিভক্তপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, আক্রান্তের নাম আন্তাজুল শেখ। তিনি জলঙ্গির হরিভক্তপুর এলাকার তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী হিসাবে পরিচিত। আন্তাজুলের অভিযোগ, শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। হাসপাতাল মোড়ের কাছে তাঁকে টোটো থেকে নামিয়ে আচমকাই মারধর শুরু করেন তৃণমূলের কয়েক জন।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার নাবালক, খুশি পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম থানার আইসির তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিখোঁজ লাবালকের সন্ধান পেল পরিবার। পুলিশের ভুমিকায় খুশি নাবালকের পরিবার। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার বিকালে ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের পড়ুয়া এক নাবালক রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মিশন কর্তৃপক্ষ নাবালকের সন্ধান না পেয়ে যোগাযোগ করে ঝাড়গ্রাম থানার আইসির সঙ্গে। খবর পেয়েই ঝাড়গ্রাম থানার আইসি বিপ্লব কর্মকারের নির্দেশমতো সন্ধান শুরু করে পুলিশ। শেষমেষ শনিবার সকালে ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত সর গ্রামের ফুটবল ময়দান থেকে উদ্ধার হয় নাবালক। নিখোঁজ নাবালককে তুলে দেওয়া হয় তার পরিবারের হাতে। পরিবার সূত্রে আরও জানা গেছে, ছুটি কাটানোর পর পুনরায় রামকৃষ্ণ মিশনে এসে মন বসছে না পড়ুয়া তাই মিশন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বর্তমানে সুস্থ অবস্থায় মা তার ছেলেকে ফিরে পেয়ে ঝাড়গ্রাম থানার আইসি বিপ্লব কর্মকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে দাস দম্পতির বিবাহ বার্ষিকীতে বৃক্ষরোপণ ও চারা গাছ বিতরণ

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

এবছর গ্রীষ্মের মরশুমে তাপমাত্রা আগের বছরগুলোর সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। গরমের জন্য একপ্রকার নাজেহাল সাধারণ মানুষ। উত্তরোত্তর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ হল যথেচ্ছ গাছ কেটে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা। তাই পরিবেশ রক্ষায় এবং গ্রীষ্মের তাপদাহ থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এলেন গোপীবল্লভপুরের আশুই গ্রামের দাস দম্পতি। আশুই গ্রামের সনাতন দাস ও তাঁর স্ত্রী কবিতা দাস নিজেদের ২০ তম বিবাহবার্ষিকীতে বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বিতরণের মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এই উদ্যোগের একমাত্র কারণ তীব্র তাপদাহ থেকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। শনিবার দাস

দম্পতির বিবাহ বার্ষিকীর এই উদ্যোগে অংশ নিলেন গোপীবল্লভপুরের কবি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও কচিকাঁচারা। সনাতন দাস ও তাঁর স্ত্রী এদিন আশুই গ্রামে রাস্তার ধারে ও ফাঁকা জায়গায় মোট তিনশো এর মতো চারাগাছ রোপণ করার উদ্যোগ নেন। পাশাপাশি পথ চলতি মানুষকে গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ফলের গাছ বিতরণ করেন। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বাচ্চাদের হাতে তুলে দেন আইসক্রিম। কর্মসূচি সম্পর্কে সনাতন দাস বলেন, দিনের পর দিন গাছ কেটে ফেলার জন্য বাড়ছে তাপমাত্রা। প্রচন্ড গরমে একপ্রকার নাজেহাল সাধারণ মানুষ। বাড়ি থেকে বেরোলেই গরমে প্রাণহানির আশঙ্কা তাড়া করছে। তাই মানুষকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে এই উদ্যোগ। পাশাপাশি দাস দম্পতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কবি উৎপল তালদির মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ন্যায়ের পর এবার শুধু উত্তরপ্রদেশেই ‘ধন্যবাদ যাত্রা’য় হাঁটবেন রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: লোকসভা নির্বাচনের আগে ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’য় হেঁটেছিলেন রাহুল গান্ধি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বাসে চেপে ঘুরেছিলেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর এ বার নতুন ‘যাত্রা’র কথা ঘোষণা করল কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশে ‘ধন্যবাদ যাত্রা’য় হাঁটবেন রাহুল-সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। উত্তরপ্রদেশে ভোটের ফলাফল দেখে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া আপাতত নেওয়া হয়েছে।

আগামী ১১ থেকে ১৫ জুন উত্তরপ্রদেশে ‘ধন্যবাদ যাত্রা’র আয়োজন করেছে কংগ্রেস। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি কর্মী এবং সমর্থকেরাও এই কর্মসূচিতে পা মেলাবেন। উত্তরপ্রদেশে মোট ৪০৩টি বিধানসভা আসন রয়েছে। প্রতিটি বিধানসভায় যাবে এই ‘যাত্রা’। মূলত, উত্তরপ্রদেশের মানুষকে ধন্যবাদ জানাতেই এমন কর্মসূচি বলে জানিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ঘুরবেন তাদের নেতৃত্ব। বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ভারতের সংবিধানের একটি করে প্রতিলিপি।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ধাক্কা দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ। যেখানে ভোটের আগে ঘটা করে রামমন্দির উদ্বোধন করা হয়েছিল, যে রাজ্য বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসাবেই পরিচিত, সেখানে ৮০টির মধ্যে বিজেপি মাত্র ৩৩টি আসনে জয় পেয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ পেয়েছে ৪৩টি আসন। তার মধ্যে কংগ্রেসের ছ’টি এবং তাদের জোট শরিক সমাজবাদী পার্টির ৩৭টি আসন রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে ২০১৯ সালের চেয়ে ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলে আকাশপাতাল তফাত রয়েছে। গত বার ওই রাজ্যে ৬২টি আসন বিজেপি একাই জিতেছিল। সে বার সমাজবাদী পার্টি পেয়েছিল পাঁচটি এবং কংগ্রেস পেয়েছিল একটি আসন। এ বারের ফল কার্যত উল্টে গিয়েছে। এমনকি, বারাণসী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জিতলেও তাঁর জয়ের ব্যবধান বেশ কম; মাত্র দেড় লাখ। এ বারের ভোটে উত্তরপ্রদেশের আমেঠি কেন্দ্রের ফলাফলও বিশেষ চমক দিয়েছে। ওই কেন্দ্রে গত বার রাহুলকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বিজেপির স্মৃতি ইরানি। তিনি মোদি মন্ত্রিসভার সদস্যও বটে। এ বার আমেঠি থেকে তিনি দেড় লক্ষের বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন কংগ্রেসের কিশোরীলাল শর্মার কাছে। সার্বিক ভাবে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এবং তাদের জোট ‘ইন্ডিয়া’র ফলাফল ভাল। সেই কারণেই ভোটের পর ‘ধন্যবাদ যাত্রা’র ডাক দেওয়া হল।

মোদির শপথে আমন্ত্রিত নয় ইন্ডিয়া জোট!

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: রবিবার সন্ধ্যায় তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। অথচ শনিবার বিকাল পর্যন্ত নাকি বিরোধী শিবিরের বড় কোনও নেতাকে সেই শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের দাবি, কংগ্রেস তো বটেই, ইন্ডিয়া জোটের কোনও নেতাই নাকি এখনও আমন্ত্রণ পাননি প্রধানমন্ত্রীর শপথে।

রবিবার সন্ধে সওয়া সাতটা নাগাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা শপথ নেবেন। ওই অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি বহু অতিথি আমন্ত্রিত। সব মিলিয়ে সাত দেশের রাষ্ট্রনেতারা আমন্ত্রিত। অথচ বিরোধী শিবিরের কারও কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছয়নি। জয়রাম রমেশের দাবি, ‘প্রধানমন্ত্রী শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, অথচ দেশের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর সময় পাননি। আমাদের কাছে আমন্ত্রণ এলে ভেবে দেখব, যোগ দেওয়া হবে কিনা।’ কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, ‘মোদি মুখে বলছেন বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে এগোবেন। এটাই কি সঙ্গে নিয়ে এগোনর নমুনা?’

প্রধানমন্ত্রীর শপথে বিরোধী নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো বরাবরের দস্তুর। সচরাচর এই ধরনের সরকারি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র বিরোধী শিবিরের কাছে একদিন আগেই পৌঁছে যায়। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নেতানেত্রীদের সময়মতো দিল্লি পৌঁছনোর জন্য একটা ব্যাপার থাকে। শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণপত্র এলে ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই শনিবার বিকাল পর্যন্ত আমন্ত্রণ পত্র না পৌঁছনোয় ক্ষুব্ধ বিরোধী শিবির। যদিও রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে বিরোধীরাও আমন্ত্রিত। দ্রুতই সবার কাছে আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে যাবে।

প্রয়াত ভারতের মিডিয়া ব্যারন রামোজি রাও

বেঙ্গালুরু, ৮ জুন: ভারতের অন্যতম ‘মিডিয়া ব্যারন’ তথা ইটিভি নেটওয়ার্ক এবং রামোজি ফিল্ম সিটির প্রধান পদ্মবিভূষণ রামোজি রাও প্রয়াত। শুক্রবার রাতে হায়দরাবাদে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। বয়স হয়েছিল ৮৭। উচ্চ রক্তচাপ এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে গত ৫ জুন রামোজিকে হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তার পর থেকে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

রামোজি, চেরুকুরি রামোজি রাও নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর তৈরি ‘রামোজি ফিল্ম সিটি’ বিশ্বের বৃহত্তম সিনেমা সেট। ‘উষাকিরণ মুভিজ’ নামে একটি প্রযোজনা সংস্থারও মালিক ছিলেন এই প্রথম সারির ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ভাষায় ছবি প্রযোজনা করেছেন তিনি। জাতীয় পুরস্কারও জিতেছিলেন।

শোকপ্রকাশ মোদি, মমতা-রাষ্ট্রপতির

রামোজির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মহলের মানুষ। তেলুগু সংবাদমাধ্যম এবং বিনোদন জগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন অনেকে। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও। এক্স হ্যান্ডলে মোদি লিখেছেন, ‘রামোজি রাওয়ের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি ছিলেন এক দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব, যিনি ভারতীয় গণমাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। সাংবাদিকতা এবং চলচ্চিত্র জগতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রামোজি রাও ভারতের উন্নয়ন নিয়ে চিন্তাশীল ছিলেন। আমি ভাগ্যবান যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং তার প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হওয়ার বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছি। এই কঠিন সময়ে ওঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অগণিত ভক্তের প্রতি সমবেদনা রইল। ওম শান্তি।’ মমতা লিখেছেন, ‘রামোজি রাওয়ের মৃত্যুতে শোকাহত। এনাডু গোষ্ঠী, ইটিভি নেটওয়ার্ক এবং একটি বৃহৎ ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। রামোজি রাওয়ের তেলুগু এবং সমস্ত আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নিশান বয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

আমি তাঁকে ভাল করে চিনতাম এবং তাঁকে নিয়ে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি রয়েছে। এক বার উনি আমাকে ওঁর স্টুডিয়োতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যেখানে আমি এবং অন্য এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার আজও সেই দিনের কথা মনে আছে। আমি ওঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অনুগামীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।’

জন্মহার বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী জাপান, লঞ্চ হল অ্যাপ

টোকিও, ৮ জুন: ‘প্রেমে পড়া বারণ’ তো নয়ই, বরং দেশের মানুষরা দ্রুত প্রেমে পড়ুক সেটাই চাইছে জাপান সরকার। আসলে সেদেশে ক্রমশই কমছে প্রজনন হার। ১৯৭৩ সাল থেকে গত পাঁচ দশকে এই হার ২.১-এর উপরে উঠতে পারেনি। ২০২৩ সালে জাপানে জন্মহার সর্বকালীন নিম্নমানে পৌঁছেছে। এর পর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। আর তাই টোকিওর স্থানীয় প্রশাসনের তরফে একটি এআই-নির্ভর ডেটিং অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছে। বিয়ের দিকে এগোতে এই অ্যাপটিকেই ‘প্রথম ধাপ’ হিসেবে গণ্য করার আর্জিও জানানো হয়েছে। অ্যাপটির নাম ‘টোকিও ফুটারি স্টোরি’।

জাপানে শ্রমিকসংখ্যা এমনিতেই কমে গিয়েছে। তাই জন্মহার যে করে হোক দ্রুত বাড়াতে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী কিসিদা। গত বছরের পরিসংখ্যানের পর থেকে উদ্বেগ আরও বড়েছে। আর তাই টোকিওর আঞ্চলিক তথা পুর প্রশাসন যে এই ধরনের ‘ম্যাচমেকিং’ প্রয়াসে অগ্রসর হবে তাতে আশ্চর্য কী! তবে সরকারি ভাবে এমন ডেটিং অ্যাপ তৈরির ব্যাপারটা যে অভূতপূর্ব তাতে সন্দেহ নেই।

এই অ্যাপ ব্যবহার করতে গেলে ইউজারদের একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করতে হবে। যে চিঠিতে বলা রয়েছে, যে তিনি বিয়ে করতে ইচ্ছুক আর সেই কারণে অ্যাপটি ব্যবহার করতে চান। সঙ্গে অবশ্যই আইনত তিনি ‘সিঙ্গল’ বোঝাতে প্রয়োজনীয় নথিও জমা করতে হবে। কেবল এটুকুই নয়। বার্ষিক উপার্জনের হিসেবনিকেষও পরিষ্কার করে জানাতে হবে করের শংসাপত্র-সহ।

টোকিও এক সরকারি কর্তা, যিনি ওই নতুন অ্যাপের দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি বলছেন, দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ যাঁরা বিয়ে করতে চান তাঁরা সঙ্গী খুঁজতে কোনও অ্যাপ বা ইভেন্টে অংশ নিতে চান না। তাই আমরাই অ্যাপ তৈরি করে তাঁদের একটু উৎসুক করতে চাইছি। আসলে জাপানে তরুণ-তরুণীরা বিয়েতে তেমন উৎসাহ পাচ্ছেন না, এই ছবিটা আজকের নয়। কিন্তু এই প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। গত বছর নাকি জাপানে মাত্র ৩০ হাজার বিয়ে হয়েছে। পাশাপাশি লাফিয়ে বাড়ছে বিচ্ছেদের ঘটনা। তাই ‘মরিয়া’ হয়েই এবার অ্যাপ তৈরি করে প্রজনন হার বাড়ানোর প্রথম সোপান তৈরির পথে হাঁটল প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ।

দিল্লি পৌঁছলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

মোদিকে শুভেচ্ছাবার্তা জানাল না পাকিস্তান!

ইসলামাবাদ, ৮ জুন: তৃতীয় বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রবিবার শপথগ্রহণ করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখনও পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রনেতাই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মোদির শপথগ্রহণে যোগ দিচ্ছেন শেখ হাসিনা, মুইজ্জু-সহ সাতজন রাষ্ট্রনেতা। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান এখনও অভিনন্দন বার্তাটুকুও পৌঁছে দেয়নি ভারতকে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলল ইসলামাবাদ। কেন এখনও মোদিকে অভিনন্দন জানায়নি, সেই প্রসঙ্গের পাশাপাশি ফের কাশ্মীর ইস্যু তুলে ধরল তারা।

পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মুমতাজ জহরা বালোচ শনিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন, আমরা ওদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, যেহেতু এখনও নতুন সরকার শপথগ্রহণও করেনি, তাই এখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দনের বিষয়ে বিবেচনা করাটা নেহাতই ‘অকালীন’ হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে তিনি জানান, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখতে আলোচনার পক্ষপাতী। তাঁকে বলতে শোনা যায়, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা-সহ সমস্ত অমীমাংসিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে

গঠনমূলক আলাপ-আলোচনার কথা বলছি।

বলে রাখা ভালো, পাকিস্তান আলোচনার কথা বললেও ভারত কিন্তু বার বার পরিষ্কার করে দিয়েছে সন্ত্রাস বন্ধ না করলে কোনও আলোচনা নয়। এবছরের গোড়ার দিকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেছিলেন, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার দরজা কখনও বন্ধ করিনি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কীসের আলোচনা? যদি ওখানে সন্ত্রাসবাদীদের বহু শিবির থেকেই যায়, তাহলে সেটাই তো কথোপকথনের মূল বিষয় হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, আগামী ৯ জুন রবিবার রাষ্ট্রপতিভবনে শপথ নেবেন মোদি। জানা গিয়েছে, সেদিন মেগা সেলিব্রেশনের আয়োজন করতে চলেছে বিজেপি। ওইদিন উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহে, নেপালের পুষ্পকমল দাহাল, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ও মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ যুগনাথের। এছাড়াও বিশেষ এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ গিয়েছে আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছেও। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লি এসে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি টেলিফোনে শেখ হাসিনাকে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর মোদিকে শুভেচ্ছা জানানো বিদেশি নেতৃত্বের মধ্যে শেখ হাসিনা প্রথম সারিতে ছিলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লি এসে পৌঁছেছেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে দিল্লির আকাশে আকাশযান ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে দিল্লি পুলিশ। ৯ ও ১০ জুন এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

দান্তেওয়াড়ায় গুলির লড়াইয়ে হত সাত মাওবাদী, উদ্ধার অস্ত্র

রায়পুর, ৮ জুন: পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ছত্তিশগড়ে নিহত হয়েছে সাত মাওবাদী। পুলিশ সূত্রে খবর, মাওবাদীদের একটি দল নারায়ণপুর, দন্তেওয়াড়া এবং কোন্ডাগাঁও জেলার সংযোগস্থলে জড়ো হয়েছিল। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়েছিল ছত্তিশগড় পুলিশ। তার পরই নারায়ণপুর, কোন্ডাগাঁও, দান্তেওয়াড়া এবং জগদলপুর থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গ্রুপ (ডিআরজি) এবং আইটিবিপির যৌথবাহিনী অবুঝমাড় এলাকায় তল্লাশি অভিযানে যায়।

নারায়ণপুরের পুলিশ সুপার প্রভাত কুমার জানিয়েছেন, অবুঝমাড় এলাকায় যৌথবাহিনী ঢুকতেই তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীদের দলটি। তৎপরতার সঙ্গে জবাব দেন ডিআরজি এবং আইটিবিপির জওয়ানেরাও। দু’পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলির লড়াই চলে। এই সংঘর্ষে সাত মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ডিআরজির তিন জওয়ানও আহত হয়েছেন এই সংঘর্ষে। তাঁদের হেলিকপ্টারে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নারায়ণপুরের এসপি জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার রাতে এই সংঘর্ষ শুরু হলেও শনিবারও তল্লাশি অভিযান জারি রেখেছে যৌথবাহিনী। এর আগে গত ২ জুন নারায়ণপুরেরই দুরমি গ্রামে একটি মোবাইল টাওয়ারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন মাওবাদীরা। সেই ঘটনার পর থেকে এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছিল। তার মধ্যে অবুঝমাড়ে মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পেতেই অভিযান চালায় যৌথবাহিনী।

দু’জনকে পিটিয়ে খুন করে নদীতে দেহ ফেলল গোরক্ষকরা

রায়পুর, ৮ জুন: ট্রাকে করে মোষ নিয়ে যাচ্ছিলেন চালক এবং তাঁর সঙ্গী। রাস্তায় সেই ট্রাক আটকে চালক এবং তাঁর সঙ্গীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ‘গোরক্ষক’দের বিরুদ্ধে। শুধু খুন করাই নয়, দু’জনের দেহ নদীতে ছুড়েও ফেলা হল। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের আরাঙে। ট্রাকচালকের আরও এক সঙ্গী গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, গোরু পাচার সন্দেহে ১৫-২০ জনের একটি দল একটি ট্রাকের পিছু ধাওয়া করে। পাটেয়া থেকে মহাসমুন্দ-আরাং রোড পর্যন্ত ট্রাকটিকে ধাওয়া করে ওই দলটি। মহানদীর উপর একটি সেতুতে সেই ট্রাকটিকে আটকায় তারা। তার পর ট্রাকে থাকা মোষ উদ্ধার করে। পাচারের অভিযোগ তুলে এর পরই চালক এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে ট্রাক থেকে নামিয়ে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। হামলার মুখে পড়ে পালানোর চেষ্টা করেন ট্রাকচালক এবং তাঁর সঙ্গীরা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। অভিযোগ, তিন জনকে টানতে টানতে নিয়ে এসে বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই হামলায় গুরুতর জখম হন চালক এবং তাঁর দুই সঙ্গী। অজ্ঞাতপরিচয়দের নামে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। রাইপুরের পুলিশ সুপার সন্তোষ সিং জানিয়েছেন, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর শুক্রবার রাত ২টো থেকে ৩টের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। মহানদীর পাড় থেকে তিন জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে এক জনের মৃত্যু হয়েছিল। আর এক জন হাসপাতালে মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতেরা সাহারানপুরের বাসিন্দা।

৮ অগস্ট ফুটওয়্যার ফেয়ার

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: অষ্টম ইন্ডিয়া-ইন্টারন্যাশনাল ফুটওয়্যার ফেয়ার আয়োজিত হতে চলেছে নয়াদিল্লিতে। আগামী ৮ অগস্ট এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। দ্য কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিস এই মেলার কথা ঘোষণা করেছে। এসআইআইএফএফভি আয়োজিত হতে চলেছে ৮ অগস্ট থেকে ১০ অগস্ট। ভারত মন্ডপমের ৫ ও ৬ নম্বর হলে এই মেলা বসবে। ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন দিশা নিয়ে আসতে নতুন ডিজাইন ও প্রোডাক্টের প্রদর্শন করা হবে এই মেলাতে। এই মেলার প্রাক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার উপস্থিত ছিলেন কর্নেল পঙ্কজ সিনহা, এমএসএমই-র ডিরেক্টর ডিএফও আরকে ভারতি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুনীল কুমার।

ভারত থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করল নেপাল

কাঠমাণ্ডু, ৮ জুন: ভারত-সহ ১১টি দেশ থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করেছে নেপাল। বৃহস্পতিবার নেপাল সরকারের তরফে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল ওরফে প্রচণ্ড-র ভারত সফরের আগেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

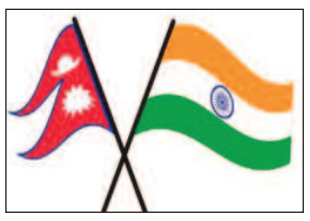

রবিবার এনডিএ জোট শরিকদের সঙ্গে নিয়ে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের। সেই তালিকায় রয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড-ও। কিন্তু, তার আগেই বড় পদক্ষেপ করল নেপাল সরকার। বেশ কয়েকটি দেশ থেকে রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে নিল প্রতিবেশী দেশটি। আর সেই তালিকায় রয়েছে ভারত। এদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ড. শংকর শর্মা। ফলে তাঁর মেয়াদ ফুরোল। তাঁর জায়গায় কে আসছেন তা এখনও জানা যায়নি। হঠাৎ কেন এহেন সিদ্ধান্ত নেপালের? বিগত কয়েক বছর ধরেই নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। গত মার্চ মাসে পাহাড়ি দেশটির সংসদে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ভেঙে দেয় প্রচণ্ডর দল কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওইস্ট সেন্টার)। শুধু তাই নয় প্রতিদ্বন্দ্বী কেপি শর্মা ওলির নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনিফায়েড মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট)-এর সঙ্গে জোট সরকার গড়ে প্রচণ্ডর দল। একক দল হিসাবে বেশি সংখ্যক সাংসদ নিয়েও বিরোধী শিবিরে বসতে বাধ্য হয় শেরবাহাদুর দেউবার নেপালি কংগ্রেস। এবার দেউবা সরকারের নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠাচ্ছে কাঠমাণ্ডু। এর বদলে প্রচণ্ড ও ওলির পছন্দের ব্যক্তিদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করা হতে পারে। এই বিষয়ে নেপালের এক মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী নারায়ণ শ্রেষ্ঠা নেপালি কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের কোটা থেকে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এরকম সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক মহলে প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু, মন্ত্রীর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী দাহাল এবং সিপিএন-ইউএমএল সভাপতি কে পি শর্মা ওলি রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যে ১১টি দেশ থেকে রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে ভারত ছাড়াও রয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন, উত্তর কোরিয়া, কাতার, স্পেন, ডেনমার্ক, ইজরায়েল, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও পর্তুগাল।

নীতীশকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল ইন্ডিয়া জোট!

নয়াদিল্লি, ৮ জুন: মঙ্গলবার ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হওয়ার পর থেকে বোধহয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত রাজনীতিক বিহারের মুখ্যমন্ত্রীই। তিনি এনডিএতেই থাকবেন নাকি ইন্ডিয়া জোটে যোগ দেবেন, এই নিয়ে নানা জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। যদিও শেষপর্যন্ত মোদিদের সঙ্গ যে নীতীশ ছাড়ছেন না তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই এক জেডিইউ নেতা দাবি করলেন, ইন্ডিয়া জোট নাকি তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কুরসি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু নীতীশ তা অগ্রাহ্য করেছেন। এমন দাবি উড়িয়ে দিয়েছে কংগ্রেস।কেসি ত্যাগী নামে নীতীশের দলের ওই সদস্যকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘নীতীশ কুমারকে ইন্ডিয়া জোট প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। এমন কয়েকজন তাঁকে এই প্রস্তাব দেন, যাঁরা তাঁকে ইন্ডিয়ার আহ্বায়ক হতে দিতে চায়নি। উনি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমরা ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গেই আছি।’

আজ বিশ্বকাপে রোহিতকে থামানোর পরিকল্পনা ফাঁস করে দিলেন বাবররা

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রবিবার মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। এই ম্যাচ ঘিরে সব সময়ই থাকে বাড়তি উত্তেজনা। প্রত্যাশার চাপ থাকে ক্রিকেটারদের উপরও। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে জয় ছাড়া ভাবেন না কেউ। সেই মতো পরিকল্পনাও করেন। তেমনই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন পাকিস্তানের অন্য বোলিং অস্ত্র মহম্মদ আমির।

সাদা বলের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার রোহিত শর্মা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক ফর্মে থাকলে একাই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই রোহিতকে থামাতে আলাদা পরিকল্পনা করেছেন আমির। আমেরিকার বিরুদ্ধে সুপার ওভারে তিনটি ওয়াইড-সহ ১৮ রান দিলেও ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী আমির।

পাক জোরে বোলার বলেছেন, ‘‘রোহিত বিশ্বমানের ব্যাটার। ফর্মে থাকলে কোনও বোলারকে রেয়াত করে না। তবে বোলার হিসাবে আমার মনে হয়, শুরুর দিকে রোহিতকে আউট করার সুযোগ থাকে। রোহিতের প্যাড লক্ষ্য করে বল করলে ওকে কিছুটা আটকে রাখা যায়। কিন্তু ১৫-২০টা বল খেলে ফেললে ওকে বল করা বেশ কঠিন হয়ে যায়। আমার লক্ষ্য থাকবে বল নতুন থাকতে থাকতে রোহিতকে আউট করা। ওর প্যাড লক্ষ্য করে বল করতে চাই। এ রকম বল করে আগে রোহিতের বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছি।’’

২০১৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করা রোহিতের ১৪০ রানের ইনিংস এখনও মনে রয়েছে আমিরের। ভারত অধিনায়কের প্রশংসা করে বলেছেন, ‘‘পিচ খারাপ ছিল। ব্যাট করা এক দমই সহজ ছিল না। বল ঠিক মতো ব্যাটে যাচ্ছিল না। মন্থর ছিল বেশ। লোকেশ রাহুলও শুরুর দিকে খেলতে পারছিল না। আমার মতে রোহিতের ইনিংসটাই ম্যাচের রঙ বদলে দিয়েছিল। রোহিত ও ভাবে না খেলতে পারলে, সেই ম্যাচে আমরাই সুবিধাজনক জায়গায় থাকতাম।’’

এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভাল ফর্মে রয়েছেন রোহিত। নাসাউ কাউন্টির অসমান উইকেটে রান পেয়েছেন প্রথম ম্যাচে। আমির তাই রোহিতকে দ্রুত সাজঘরে ফেরাতে চান। আমেরিকার বিরুদ্ধে সুপার ওভারে ভাল বল করতে না পারলেও ম্যাচে তিনিই ছিলেন বাবর আজমের দলের সেরা বোলার।

রিশাদের পর হৃদয় লিটনে স্বস্তির জয় বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বস্তি!

কিসের সেটা না বললেও চলে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টি,টোয়েন্টি সিরিজ হেরে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এসেছে বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ মোটেও ভালো হয়নি। ভীষণ দুশ্চিন্তা জেঁকে বসেছিল ব্যাটিং নিয়ে।

কিন্তু টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচেই সেই দুশ্চিন্তার বেশ খানিকটা উবে গেছে তাওহিদ হৃদয় ও লিটন দাসে। আগে বোলাররা ফাঁস পরিয়েছেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানদের। এরপর রান তাড়ায় একবার ভয় ধরালেও শেষ পর্যন্ত স্বস্তির জয়েই টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করল বাংলাদেশ। টানা দুই হারে শ্রীলঙ্কার সুপার এইটে ওঠার পথ ভীষণ কঠিন হয়ে উঠল।

টস জিতে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের আগে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন বোলাররা। গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামের উইকেট সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন নাজমুল। শ্রীলঙ্কা পুরো ২০ ওভার খেললেও ৯ উইকেটে মাত্র ১২৪ রান তোলাই তার প্রমাণ। তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমানরা উইকেট থেকে গতি ও বাউন্স পেয়েছেন। লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন বাউন্সের সঙ্গে পেয়েছেন বাঁকও। এই রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ যে বিপদে পড়েনি তা নয়। কিন্তু চতুর্থ উইকেটে লিটন, হৃদয়ের ৩৮ বলে ৬৩ রানের জুটি বাংলাদেশের ৬ বল হাতে রেখে ২ উইকেটে জয়ের ভিত গড়ে দেয়।

রিশাদের বাঁক পাওয়া দেখেই সম্ভবত স্পিনার ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে দিয়ে বোলিংয়ের শুরু করান লঙ্কান অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। ইনিংসের তৃতীয় বলেই ধনাঞ্জয়ার বলে সৌম্য সরকার যেভাবে ক্যাচ তুলে আউট হন, সেটি ভুলে যাওয়ার মতোই। বাংলাদেশের সমর্থকেরা হয়তো দুরুদুরু বুকে ভেবেছিলেন, এই তো মড়ক শুরু হলো!

জোরে ঘোরাতে গিয়ে মিড অনে ক্যাচ দেন সৌম্য (০)। মাঝে ৬ বল পর আবার উইকেট! এবার নুয়ান তুষারার বলে বোল্ড আরেক ওপেনার তানজিদ হাসান (৩)। ১.৪ ওভারে মাত্র ৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপেই পড়েছিল বাংলাদেশ। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে নাজমুল (৭) শর্ট এক্সট্রা কাভারে ক্যাচ অনুশীলন করিয়ে আউট হওয়ার পর চাপটা আরও বেড়েছে। ৬ ওভার শেষে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ৩৪। এখান থেকে ম্যাচ যেকোনো দিকেই যেতে পারত।

ভাগ্যিস লিটন,হৃদয় অন্য কিছু ভেবে রেখেছিলেন। ৫.৩ ওভার থেকে ১১.৪ ওভার পর্যন্ত টিকেছে দুজনের জুটি। এই পথে লিটন একটু মন্থর (১৮ বলে ১৮) ব্যাট করলেও সেটি ম্যাচের প্রয়োজনেই ছিল। কারণ, অন্য প্রান্তে হৃদয় বাজে বল ছাড়েননি। ৪ ছক্কা এবং ১ চারে ২০ বলে ৪০ রান করা হৃদয় ১১.৪তম ওভারে আউট হওয়ার আগে হাসারাঙ্গাকে মেরেছেন টানা তিন ছক্কা। তার আগের ওভারে মাথিশা পাতিরানাকে ছক্কা মারেন লিটন।

৩৮ বলে ৩৬ রান করা লিটন ১৪.১ ওভারে আউট হলেও ম্যাচ ততক্ষণে বাংলাদেশের হাতের মুঠোয়। জয়ের জন্য ৩৫ বলে দরকার ছিল ২৬ রান। মাহমুদউল্লাহকে নিয়ে এই পথটুকু পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল অভিজ্ঞ সাকিবের। ১৩ বলে ১০ রানের জুটি গড়ার পর ১৭তম ওভারে সাকিবের দারুণ ক্যাচ নেন তিকশানা। ১৪ বলে ৮ রান করা সাকিব আউট হওয়ার পর বেশ চাপেও পড়েছিল বাংলাদেশ। জয়ের জন্য শেষ ৩ ওভারে ১৪ রান দরকার ছিল বাংলাদেশের। এখান থেকে শুরু হয় নাটকের। ১৮তম ওভারে টানা দুই বলে রিশাদ ও তাসকিনকে তুলে নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তুলেন তুষারা।

জয়ের জন্য শেষ ২ ওভারে ১১ রান দরকার ছিল বাংলাদেশের। দাসুন শানাকার করা প্রথম বলটাই ছিল ফুল টস। একটু সরে মিড উইকেট নিয়ে ছক্কা মেরে ম্যাচটা আবারও বাংলাদেশের দিকে টেনে নেন মাহমুদউল্লাহ। ওই ওভারে জয় তুলে নেওয়াও নিশ্চিত করেন মাহমুদউল্লাহই। ১৩ বলে ১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি।

এর আগে শ্রীলঙ্কার ইনিংসে প্রথম সাফল্য এসেছে চোট কাটিয়ে ফেরা তাসকিন আহমেদের সৌজন্যে। শর্ট বলে টানা দুটি চার হজমের পর একটু সামনে করে কুশল মেন্ডিসকে প্লেড,অন করেন তাসকিন। শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানরা কিন্তু রানের চাকা থামাননি। সাকিবের করা পঞ্চম ওভারে চারটি চার মারেন পাতুম নিশাঙ্কা। নিজের প্রথম দুই ওভারে ২৪ রানে উইকেটশূন্য ছিলেন সাকিব।

পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে মোস্তাফিজ তুলে নেন কামিন্দু মেন্ডিসকে (৪)। তাঁর কাটার আজ উইকেটে ধরেছে যেমন, বাউন্সও পেয়েছেন। সেই সুবাদে নবম ওভারে বিপজ্জনক নিশাঙ্কাকেও (২৮ বলে ৪৭) তুলে নেন মোস্তাফিজ। ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৪ রান তোলা শ্রীলঙ্কার রান বেশি দূর এগোয়নি রিশাদ হোসেনের স্পিনে।

পরের ১০ ওভারে ৫০ রান তুলতে ৬ উইকেট হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা, এর মধ্যে ৩ উইকেটই রিশাদের। উইকেট থেকে বাঁক ও বাউন্সের সহায়তায় দারুণ বোলিং করেন এই লেগ স্পিনার। ১৫তম ওভারে টানা দুই বলে দুটি উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনাও জাগিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হ্যাটট্রিক না পেলেও ৪ ওভারে ২২ রানে রিশাদের ৩ উইকেট নেওয়ার এই বোলিং অনেক দিন মনে থাকবে সমর্থকদের। শেষ ৫ ওভারে ২১ রান দেওয়ার বিনিময়ে শ্রীলঙ্কার ৪টি উইকেট নিয়েছে বাংলাদেশ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা ২০ ওভারে ১২৪/৯ (নিশাঙ্কা ৪৭, ধনঞ্জয়া ২১, ম্যাথুস ১৬, আসালাঙ্কা ১৯; রিশাদ ৩/২২, মোস্তাফিজ ৩/১৭, তাসকিন ২/২৫, তানজিম ১/২৪)

বাংলাদেশ ১৯ ওভারে ১২৫/৮ (হৃদয় ৪০, লিটন ৩৬, মাহমুদউল্লাহ ১৬* ; তুষারা ৪/১৮, হাসারাঙ্গা ২/৩২, পাতিরানা ১/২৭)

ফল বাংলাদেশ ২ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা রিশাদ হোসেন (বাংলাদেশ)।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়কে ‘অন্যতম সেরা’ বললেন রশিদ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ শুরুর আগে এক সাক্ষাৎকারে রশিদ খান বলেছিলেন, একটু শান্ত থাকলে যেকোনো দলকে হারাতে পারে আফগানিস্তান। সেটি যে কেবল কথার কথা ছিল না, আজ বিশ্বকাপ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তা প্রমাণ করেছে আফগানরা।

কঠিন উইকেটে ধৈর্য ধরে রেখে ব্যাটিং করেছে তারা। এরপর বোলিংয়ে নিজেদের সেরাটা উপহার দিয়ে কিউইদের রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিয়েছে রশিদ খানের দল। ম্যাচ শেষে দারুণ এ জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আফগান অধিনায়ক রশিদ। বলেছেন, এটি টি,টোয়েন্টি ইতিহাসে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্সগুলোর একটি।

টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে রহমানুল্লাহ গুরবাজের ৫৬ বলে ৮০ রানের ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৫৯ রান সংগ্রহ করে আফগানিস্তান। জবাবে ফজলহক ফারুকি ও অধনিয়াক রশিদ ৪ উইকেট করে নিয়ে ধসিয়ে দেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। এ দিন মাত্র ৭৫ রানে গুটিয়ে যায় কেইন উইলিয়ামসনের দল। এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষকে এক শর নিচেই গুটিয়ে দিল আফগান বোলাররা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে উগান্ডাকে ৫৮ রানে অলআউট করে দিয়েছিল আফগানরা।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের নজরকাড়া পারফরম্যান্স নিয়ে রশিদ বলেছেন, ‘টি,টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটা আমাদের সেরা পারফরম্যান্সগুলোর একটি। দারুণ দলীয় প্রচেষ্টা। উইকেট মোটেই সহজ ছিল না। ইব্রাহিম এবং গুরবাজ দারুণভাবে শুরু করেছিল। ৭,১০ ওভারের মধ্যে তারা নিজেদের উইকেট ছুড়ে আসেনি। আফগানিস্তানের জন্য দারুণ একটি জয়। এই দলের নেতৃত্ব দেওয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জেতাটা সম্মানের ব্যাপার।’

নিজের বোলিং শক্তি নিয়ে রশিদ আরও বলেছেন, ‘আমাদের যে বোলিং ইউনিট আছে, যদি আমরা তার সঠিক ব্যবহার করতে পারি, তবে প্রতিপক্ষের জন্য ১৬০ রান করা কঠিন হবে। এটা এমন কিছু, যা আমাদের সবাইকে শক্তি দিয়েছে। এটা শুরু হয়েছে ব্যাটিং দিয়ে। আমরা নিজেদের শতভাগ উজাড় করে দিয়েছি, হারা কিংবা জেতা কোনো ব্যাপার না। আমরা এভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি।’

ফল নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটাই ঠিকঠাক করে যেতে চান রশিদ, ‘ফল নিয়ে আমি ভাবি না। ব্যাপার হলো আমরা কতটা চেষ্টা করেছি, সেটা। আমি উইকেট নিয়েও ভাবি না, দলের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, সেটাই আমাকে আনন্দিত করে।’

ম্যাচে দারুণ বল করা ফারুকিকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আফগান অধিনায়ক বলেছেন, ‘ফারুকি যেভাবে বল করেছে, তা অসাধারণ। সে দারুণ দক্ষতাসম্পন্ন বোলার। কিছু জায়গায় উন্নতির ব্যাপার আছে কিন্তু একবার যদি বুঝতে পারে যে সে কতটা দক্ষতাসম্পন্ন তবে ফারুকি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।’

ম্যাচ শেষে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক উইলিয়ামসন, ‘আফগানিস্তানকে অভিনন্দন। তারা সব দিক থেকেই আমাদের উড়িয়ে দিয়েছে। এ ধরনের কঠিন উইকেটে তারা উইকেট হাতে রেখেছে এবং দারুণভাবে ব্যাটিং করেছে। আমাদের দিক থেকে মোটেই যথেষ্ট ছিল না।’

তবে এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন উইলিয়ামসন, ‘দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরের চ্যালেঞ্জের জন্য মনোযোগ দিতে হবে। ছেলেরা মনোযোগী আছে এবং এ ম্যাচের আমরা কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম, তবে এটা আমাদের সেরা পারফরম্যান্স ছিল না। আমরা ম্যাচটা নিয়ে কথা বলব, পর্যালোচনা করব এবং সামনের দিকে তাকাব।’

ফ্রেঞ্চ ওপেন: থ্রিলার জিতে ফাইনালে আলকারাজ, প্রতিপক্ষ জভেরেভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে থ্রিলার জিতলেন কার্লোস আলকারাজ। শীর্ষ বাছাই ইয়ানিক সিনারের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ে ৩-২ সেটের দারুণ এক জয় পেয়েছেন এই স্প্যানিশ তরুণ। ফাইনালে আলকারাজের প্রতিপক্ষ জার্মানির আলেক্সান্দার জভেরেভ, যিনি অন্য সেমিফাইনালে ক্যাসপার রুডকে হারিয়েছেন ৩-১ সেটে।

প্যারিসের রোলাঁ গারোয় প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপার সন্ধানে থাকা আলকারাজ কাল রাতে ম্যাচ শুরু করেন হার দিয়ে। প্রথম সেটে ৬-২ গেমে বাজেভাবে হেরে যান আলকারাজ। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। ৬-৩ গেমে এই সেট। তৃতীয় সেটে আবারও বাজিমাত করে ম্যাচে এগিয়ে যান সিনার। ইতালির এই টেনিস তারকা সেটটি জেতেন ৬-৩ গেমে।

তবে পরের দুই সেটে আলকারাজের সঙ্গে পেরে ওঠেননি সিনার। ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে হেরে আলকারাজের কাছে ধরাশায়ী হন তিনি। ম্যাচটা জিততে কতটা কষ্ট হয়েছে, সেটা জয়ের পর আলকারাজের প্রতিক্রিয়াতেই ফুটে উঠেছে, ‘আপনাকে কষ্টের ভেতরই আনন্দ খুঁজে নিতে হবে। এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার।’

এর আগে গত বছর উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জিতলেও এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেন জেতা হয়নি আলকারাজের। ফাইনালে জভেরেভকে হারাতে পারলে চার গ্র্যান্ড স্লামের তিনটিই জেতা হবে তাঁর। যদিও জভেরেভের সঙ্গে লড়াইটা মোটেও সহজ হবে না। সেমিফাইনালে রুডের বিপক্ষে প্রথম সেটে ৬-২ গেমে হারলেও পরের তিন সেটে ৬-২,৬-৪ এবং ৬-২ গেমে জিতে ফাইনালে ওঠেন জভেরভ।

বর্তমান সময়ে টেনিসের শীর্ষ তারকাদের একজন বিবেচিত হলেও জভেরেভ এখন পর্যন্ত কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের স্বাদ পাননি। এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনাল। এর আগে ২০২০ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনালে খেলেছিলেন তিনি। তবে ফাইনালে হেরে যান ডমিনিক থিয়েমের কাছে।

০ রানে আউট হওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন সৌম্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিংয়ের আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টি ক্যারিয়ার ১৫ বছরের। এত দিনে ১৪৪টি টি,টোয়েন্টি খেলে মাত্র ১৩ বার ০ রানে আউট হয়েছেন স্টার্লিং। আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে এত দিন সর্বোচ্চসংখ্যকবার ০ রানে আউট হওয়ার বিব্রতকর বিশ্ব রেকর্ডটি তাঁর একার দখলে থাকলেও স্টার্লিং অনুযোগ করে বলতেই পারেন, এত বছর ধরে এতগুলো ম্যাচ খেললে অমন একটু, আধটু হতেই পারে!

কিন্তু সৌম্য সরকার ঠিক কী দিয়ে নিজেকে প্রবোধ দেবেন? বাংলাদেশি ওপেনারের আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের বয়স স্টার্লিংয়ের প্রায় অর্ধেক। ম্যাচ এবং ইনিংসের সংখ্যায়ও প্রায় অর্ধেক। কিন্তু ০ রানে আউট হওয়ায় সৌম্য ও স্টার্লিং এখন সমানে সমান। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চসংখ্যকবার ০ রানে আউট হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড এখন সৌম্যরও। স্টার্লিং হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারেন এই ভেবে, যাকগে অন্তত একজন সঙ্গী তো মিলল! একা একা কত দিন আর শূন্যের কণ্টকাকীর্ণ মুকুট পরে থাকা সম্ভব! স্টার্লিং তাই সৌম্যকে একটা ধন্যবাদ জানাতেই পারেন।

সেটি অবশ্যই ডালাসে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে সৌম্য আউট হওয়ার পর। ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার বলে ইনিংসের মাত্র তৃতীয় বলেই মিড অনে ক্যাচ শিখিয়ে আউট হন সৌম্য। তখন তাঁর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। যেন রাজ্যের আঁধার ভর করেছে। বোঝাই যাচ্ছিল, শটটি অনিয়ন্ত্রিত ছিল এবং ভুল করে সেটাই খেলে ফেলায় সৌম্য সম্ভবত নিজেকেই শাপশাপান্ত করছিলেন। কিন্তু কথায় আছে, কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ! সৌম্যর ওই আউটের পরই স্টার্লিংয়ের মুখের হাসি সম্ভবত চওড়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে এটা যে সৌম্যর ১৩তম ‘ডাক’। অর্থাৎ সর্বোচ্চসংখ্যকবার ০ রানে আউট হওয়ার বিশ্ব রেকর্ডের জন্য এখন শুধু একাই স্টার্লিংকে রঙ্গরসিকতার শিকার হতে হবে না। ভাগটা নিতে হবে সৌম্যকেও।

আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে ৮৪ ম্যাচে ৮৩ ইনিংসে ১৭.৬৯ গড়ে ১৩৯৮ রান করার পথে ১৩ বার ০ রানে আউট হয়েছেন সৌম্য। স্টার্লিং ১৪৪ ম্যাচে ১৪৩ ইনিংসে ২৭.২৭ গড়ে ৩৬০০ রান করার পথে ০ রানে আউট হয়েছেন ১৩ বার।

‘আনলাকি থার্টিন’,এর এই ক্লাবে সদস্য শুধু তাঁরা দুজনেই। ‘আনলাকি টুয়েলভ’, অর্থাৎ ১২ বার ০ রানে আউট হয়েছেন চারজন। এর মধ্যে দুজন প্রায় অচেনা, একজন বেশ পরিচিত এবং অন্যজন বলতে গেলে কিংবদন্তি!

রুয়ান্ডার ২৪ বছর বয়সী স্পিনার কেভিন ইরাকোজের নাম আপনি না,ও শুনতে পারেন। তবে ২০২১ থেকে ২০২৩;এই অল্প সময়ের মধ্যে ৭২ ম্যাচে ৫৫ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ১২ বার ০ রানে আউট হয়ে কারও কারও চোখে বিস্ময়ের জন্ম দিতে পারেন ইরাকোজে। আয়ারল্যান্ডের সাবেক ব্যাটসম্যান কেভিন ও’ব্রায়েন ১১০ ম্যাচে ১০৩ ইনিংসে ১২ বার ০ রানে আউট হয়েছেন। ঘানার ড্যানিয়েল অ্যানেফি এই ‘আনলাকি টুয়েলভ’ ক্লাবের মধ্যে দ্রুততম। ২০১৯ থেকে ২০২৩ এর মধ্যে মাত্র ৩৬ ম্যাচে ২৮ ইনিংসে ১২ বার ০ রানে আউট হয়েছেন এই অলরাউন্ডার। শেষের জনের নাম রোহিত শর্মা। ১৫২ ম্যাচে ১৪৪ ইনিংসে ১২ বার ০ রানে আউট হয়েছেন ভারতের অধিনায়ক।

বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শুধু সৌম্যই ০ রানে আউট হওয়ার সংখ্যাটা দুই অঙ্কে নিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় মুশফিকুর রহিম ৯৩ ইনিংসে ৮ বার ০ রানে আউট হয়েছেন। ১২১ ইনিংসে সাকিবও ‘ডাক মেরেছেন’ ৮ বার।

১ জুন ভারতের বিপক্ষে টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচেও ০ রানে আউট হয়েছিলেন সৌম্য। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বশেষ তিন ইনিংস মিলিয়ে তাঁর এটি দ্বিতীয় দফা ০ রানে আউট হওয়ার নজির। টি,টোয়েন্টিতে আরেকটি অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডও চোখ রাঙাচ্ছে সৌম্যকে। এই টুর্নামেন্টে আর একবার ০ রানে আউট হলে তিনি বসবেন তিলকারত্নে দিলশান ও শহীদ আফ্রিদির পাশে। টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ৫বার ০ রানে আউট হওয়ার রেকর্ড দুই কিংবদন্তির। সৌম্য ৪ বার আউট হয়েছেন ০ রানে, অর্থাৎ আর দুবার এভাবে আউট হলেই রেকর্ডটি এককভাবে তাঁর হবে।

টি,টোয়েন্টিতে সৌম্যর সর্বশেষ ফিফটি ২৭ ইনিংস আগে, ২০২১ সালের ২৫ জুলাই হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। সৌম্য এ সংস্করণে সেভাবে কখনো ধারাবাহিক ছিলেন না। ২০১৫ সালে অভিষেকের ২৬ ইনিংস পর ২০১৮ সালে এই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই পেয়েছিলেন প্রথম ফিফটি। তখন স্ট্রাইক রেট অবশ্য বেশ ভালো ছিল। সব মিলিয়ে ৮৩ ইনিংসে ৫ ফিফটিতে আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে ১৩৯৮ রান করেছেন সৌম্য; স্ট্রাইক রেট ১২২.৯৫।

টি,টোয়েন্টিতে অন্তত ৮০ ইনিংস ব্যাট করেছেন;এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সৌম্যর রানসংখ্যা পেছন থেকে দ্বিতীয়। অর্থাৎ সৌম্যর পর সর্বনিম্ন রান শুধু আয়ারল্যান্ডের জর্জ ডকরেলের। ১৩৮ ম্যাচে ৯০ ইনিংসে ১৩০.৩০ স্ট্রাইক রেটে ১১১৮ রান করেছেন ডকরেল। তবে স্পিন অলরাউন্ডার ডকরেল সৌম্যর মতো টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান নন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**